# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in


## পাহাড়ে ধস

একটানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস। জাতীয় সড়কের দুটি জায়গায় ধস নেমে যান-চলাচল বন্ধ। সেবক রোডেও সেই অবস্থা। প্রবল বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ ভাসছে। বৃষ্টি আরও চলবে। ফলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে

## আবার দুর্যোগ

দক্ষিণবঙ্গে ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা।

দিনভর আকাশ মেঘলা থাকবে। রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। শনিবার পর্যন্ত হলুদ উত্তরেও। মঙ্গলবারের পর থেকে বৃষ্টির দাপট খানিকটা কমবে

## ফের ইরানে মার্কিন হামলা মার্কিন ঘাঁটিতেও ক্ষেপণাস্ত্র

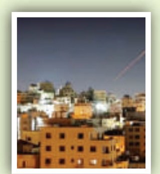

## ডব্লুবিজেইই-র কাউন্সেলিংয়ের ১ম রাউন্ডে সব আসন পূর্ণ


বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৩৯ ● ১০ জুলাই, ২০২৬ ● ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 39 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 10 JULY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA


## আদালতের প্রশ্নে মুখ পুড়ল বালিশপন্থী বিধায়কদের

# ভোটের ফলের পর কেন অভিযোগ করতে হল?

**প্রতিবেদন :** তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলার শুনানিতে একের পর এক প্রশ্ন তুলে বেইমান-গদ্দারদের ধুয়ে দিল আদালত। তাদের ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, যে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নির্বাচনে লড়লেন আর ভোটের ফল প্রকাশের সেই অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধেই অভিযোগ? জিতলে এসব বলতেন? প্রশ্ন আদালতের।

৪ মে কেন এই প্রশ্ন তুললেন না? ১৮ জুনের আগে কেন প্রশ্ন তুললেন না! এই ধরনের নৈতিক প্রশ্ন তুলে বিচারপতি বেইমানদের কার্যত বুঝিয়ে দিলেন তাদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এই ধরনের কাজকে আদালত প্রশ্রয় দেবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, তিনটি ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট দেখে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে এখনও ডিটেল তথ্যের অভাব আছে।

**পর্যবেক্ষণ**

- তৃণমূল থেকে জিতেছেন। আর ফ্যাক্ট চেঞ্জ হতেই অভিযোগ করলেন!
- ৪ মে বা ১৮ জুনের আগে প্রশ্ন তুললেন না কেন?
- পুলিশ দেখছি ভীষণ তৎপর, অভিযোগ করতেই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ। নাগরিকদের অভিযোগে এই তৎপরতা দেখা যায় না তো?
- কোন তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ?
- কী তথ্য-প্রমাণ পেলেন?
- ফলাফল উল্টো হলে কী করতেন আপনারা?

বিশেষ কোনও তথ্যপ্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর পরই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই স্পেশ্যাল অফিসারের মাধ্যমেই অ্যাকাউন্ট থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে টাকা তুলতে পারবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশে বিচারপতি আরও জানিয়েছেন, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই স্পেশ্যাল অফিসার থাকবেন। সই করতে যে দু'জন অনুমোদিত তাঁরাই এই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কাউন্টার সই থাকতে হবে বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের। এখানেই শেষ নয়, প্রতিদিনের খরচের হিসাব আদালতকে জানাতে হবে বলেও নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। গোটা বিষয়টিতে মুখ পুড়েছে বালিশচাটা বেইমানদের। বিচারপতির প্রশ্ন মেহতাকে, অ্যাকাউন্ট কেন ফ্রিজ করা হল? উত্তর আসে, সাতজন এমএলএ-র কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি। তিনটি (এরপর ৬ পাতায়)

## ফালাকাটায় দেহ, হাবড়ায় আবার ধর্ষণ নিখোঁজ ভাইও

প্রতিবেদন : বারুইপুরের নৃশংস ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই একের পর ঘটনা সামনে আসছে। এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্যানিং ও মালদহ থেকে এসেছিল নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতনের খবর। এবার আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার দক্ষিণ খয়েরবাড়ির একটি পুকুরে এক মহিলার দেহ। এদিনই অষ্টম শ্রেণির এক নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল নাবালিকার সৎ বাবা এবং দাদুর বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া। নির্যাতিতার স্কুলের শিক্ষিকার

ফালাকাটায় জলাশয়ে ভেসে রয়েছে মহিলার দেহ।

অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে হাবড়া থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের বারাসত আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনার পাশাপাশি ফালাকাটা নিয়েও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঠিক কী ঘটেছে? ফালাকাটার দক্ষিণ খয়েরবাড়ির একটি পুকুরে উদ্ধার হয়েছে মহিলার দেহ। নাম আজিমা বেগমের (৫০) পোশাক অবিন্যস্ত, রয়েছে শরীরে আঘাতের চিহ্নও। প্রাথমিক ভাবেই মনে করা হচ্ছে ধর্ষণ করে খুন। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। আজিমার স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। কয়েকদিন ধরেই তিনি বাবার বাড়িতে ছিলেন। মঙ্গলবার রাতে ভাইয়ের সঙ্গে মোটরবাইকে করে একটি বিয়ে বাড়িতে যান। তার পর থেকেই নিখোঁজ। বুধবার দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর ভাইয়ের খোঁজ এখনও মেলেনি। (এরপর ৬ পাতায়)

## সত্য মেব জয়তে

পরিবর্তন এর প্রত্যাবর্তন
শোষক হলেন দুঃশাসন।
"সত্য মেব জয়তে"
দুর্যোধন হবে পরাস্ত
সূর্যাস্তির লালে কালো আভা
শূন্যদয়ের অবলুপ্ত বিলয়
অত্যাচারিরা আকাশ ছাড়িয়ে
সীমানা লঙ্ঘন দুর্গন্ধ দিয়ে
দূরন্ত দুর্দশায় মত্ত হাসি
আগামিতে হবে বাসি-ভাসি
ধৈর্য্য ধরলে লাভবান অঙ্ক—
ক্ষণিতের তথ্য কুৎসিত অসংখ্য
বিনা যুদ্ধে হবে না লড়াই
ভীত না হয়ে রুখে দাঁড়াও।।

## চিহ্নিত আক্রমণকারীরা

বুধবার ছাত্র-যুবর মিছিলে কারা আক্রমণ করেছিল তাদের চিহ্নিত করল তৃণমূল। বিজেপি আগেই মঞ্চ তৈরি করেছিল। সেই মঞ্চ থেকেই লাঠিসোঁটা নিয়ে চড়াও হয়। পুলিশের কাছেও খবর ছিল আক্রমণ হতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থা নেয়নি।

# ডিম ছুঁড়ছি সরকারি নির্দেশে! ফাঁস হল বিজেপির অ্যাজেন্ডা

**প্রতিবেদন :** প্রবীণ তৃণমূল নেতার মাথায় ডিম ফাটিয়ে বিজেপি নেতার নির্লজ্জ গলাবাজি— সরকারের অর্ডার আছে! আমি সরকারের লোক! আমিই এখানকার ইনচার্জ!

বলেন কী বিজেপি নেতা! ডিম ছোঁড়া নাকি সরকারি অর্ডার! স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পুলিশে যাওয়ারও 'হুঁশিয়ারি' বিজেপি নেতার! এই তা হলে বিজেপির আসল পরিবর্তন? পুলিশের মদতে ডিম-হামলা! নেতার দাদাগিরিতেই ফাঁস হয়ে গেল বিজেপির গোপন অ্যাজেন্ডা! একদিকে, দলের রাজ্য সভাপতি বড় বড় বাতেলা দিয়ে কর্মীদের কোমল সুরে কুকর্ম থেকে দূরে থাকতে বলছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করছেন। অন্যদিকে, হোয়াটসঅ্যাপে ছড়াচ্ছে বিজেপি সরকারের আসল অ্যাজেন্ডা— পুলিশের প্রচ্ছন্ন মদতে ভিড়ের শাসন! তাই নৈরাজ্যের বাংলায় এখন আইন-আদালত গৌণ। মুখ্য হল, আইন-আদালতকে তোয়াক্কা না করে, ডিম ছোঁড়ার 'সরকারি অর্ডার'!

মেদিনীপুরের রামনগরে প্রকাশ্যে বিজেপি নেতার এই অসভ্যতায় নিন্দার ঝড় রাজ্য জুড়ে। যেখানে হাইকোর্ট

বিজেপির সেই তালেবর নেতা সুব্রত জানা।

পর্যন্ত বলে দিয়েছে, কারও উপর কোনও অভিযোগ থাকলেই ডিম ছোঁড়া যাবে না, সেখানে প্রবীণ তৃণমূল নেতাকে প্রকাশ্যে ডিম-আক্রমণে হেনস্থা করে বিজেপি নেতার গলাবাজিতে তুমুল (এরপর ৬ পাতায়)

## অপরাজিতার কাকিমার স্পষ্ট কথা

# কালপ্রিট বিজেপির শান্তনু তাকে ধরা হচ্ছে না কেন?

**প্রতিবেদন :** পুলিশের গুলিতে বারুইপুরের ধর্ষণ-খুনে অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পুলিশের এই অতি-সক্রিয়তায় খুশি নয় স্বয়ং 'অপরাজিতা'র পরিবার। সংবাদমাধ্যমে নিহত কিশোরীর পরিবারের স্পষ্ট প্রশ্ন, প্রভাসকে এমনভাবে মারা হল কেন? আমরা আইনের মাধ্যমে ঘটনায় জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছি। মূল কালপ্রিট তো বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডল! প্রথম যাকে গ্রেফতার করা হল, তাঁকে তো ওই শান্তনু ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই বিজেপি নেতার তো কোনও খবর হচ্ছে না! আর যে লোকটা আসামিদের নাম বলছিল, তাঁকে এইভাবে মেরে দিল কেন? একই সঙ্গে তাঁদের আরও দাবি, প্রতিবাদ করলেই পুলিশ ধরছে। প্রথম থেকে পুলিশের সহযোগিতা পায়নি বলেই তো জনগণ রেগে গিয়েছিল। আর এখন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমজনতাকে গ্রেফতার করছে। আমাদের ফাঁসানোর জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে! মুখ্যমন্ত্রী কী চান? আমরা প্রতিবাদ করব না? আর চারিদিকে এমন (এরপর ৬ পাতায়)

বিজেপির শান্তনু মণ্ডল।

## তারিখ অভিধান

**১৮৯৩ কেশবচন্দ্র নাগ** (১৮৯৩-১৯৮৭) এদিন হুগলি জেলার গুড়াপে জন্ম নেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বলতেন ‘গণিতশিল্পী’। গণিতের সর্বাধিক প্রচলিত বিদ্যালয়স্তরের পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতা। স্বয়ং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেশবচন্দ্রকে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে নিয়ে আসেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবন শেষে এখান থেকেই তিনি প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র কলকাতায় থাকতেন ভবানীপুরের ১২ নম্বর রসা রোডের মেসে, সেখানে বসেই লিখে ফেললেন পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য ‘নব পাটীগণিত’। পরে পরিচয় ক্যালকাটা বুক হাউস-এর কর্ণধার পরেশচন্দ্র ভাওয়ালের সঙ্গে। এক দিন তিনি কেশবচন্দ্রের ঘরে এসে দেখেন, টেবিলের উপরে মোটা একটা খাতায় পাতার পর পাতা জুড়ে অঙ্ক। শুধু অঙ্কই নয়, কোন অঙ্ক কী ভাবে, কত রকম ভাবে করা

যাবে, গুছিয়ে লেখা। পরেশবাবু চাইলেন সেই খাতা, বই আকারে ছাপবেন। কেশবচন্দ্র কিছুতেই দিতে রাজি নন, ছেলেমেয়েরা অঙ্ক শেখার আগে অঙ্কের ‘মানে বই’ হাতে পেলে বিপদ। পরেশবাবু বোঝালেন, অঙ্কের শিক্ষকদের জন্য এ খুবই দরকারি বই হবে, তাঁদের জন্য অন্তত প্রকাশ করা দরকার। রাজি হলেন কেশবচন্দ্র। ১৯৪২-এ বেরোল ‘ম্যাট্রিক ম্যাথমেটিক্স’। ‘নব পাটীগণিত’-এর মতোই, মার্কেট ও মন, দুই-ই জয় করল তা। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। মোট ৪২টা বই লিখেছেন, ‘অঙ্কের বই মানেই কে সি নাগ’ লব্জ হয়ে গিয়েছে তত দিনে।

**১৯৭৭ অতুল বসু** (১৮৯৮-১৯৭৭) এদিন প্রয়াত হন। বিশ শতকের বিশ-ত্রিশ দশকে অবিভক্ত বাংলার শিল্প-আন্দোলনে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। ওরিয়েন্টাল আর্টের জোয়ারে গা না-ভাসিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন পশ্চিমি শিল্পরীতির বাস্তববাদী চিত্রকলায়। আধ ঘণ্টায় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি (‘বেঙ্গল টাইগার’) এঁকে হইচই ফেলে দেন। ১৯২৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে যোগ দেন লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ছবি নিয়ে লেখালিখিও করেছেন। সরকারি আর্ট কলেজের অধিকর্তা ছিলেন, রবীন্দ্রভারতীর ডি লিট পেয়েছেন। অতুল বসু এঁকেছিলেন তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে কলকাতার রাস্তায় পড়ে-থাকা বুভুক্ষু মানুষের ছবি। সঙ্গের ছবিটি তাঁর আঁকা আত্ম প্রতিকৃতি।

**১৯৩১ মতি নন্দী** (১৯৩১-২০১০) এদিন জন্ম নেন। সাংবাদিক ও লেখক। আনন্দ পুরস্কার এবং সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছেন। বিখ্যাত উপন্যাস ‘কোনি’। দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান, কোনি, স্টপার, স্ট্রাইকার উপন্যাস বা কলাবতী সিরিজের পাশাপাশি সাদা খাম, গোলাপ বাগান, উভয়ত সম্পূর্ণ, আর বিজলীবালার মুক্তি ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেছেন।

**২০১৯ বিটল মডেলের গাড়ি উৎপাদন বন্ধ হল।** এটিই ছিল ভক্স ওয়াগনের গাড়ির প্রথম মডেল। ১৯৩৮-এ সংস্থাটি এটির উৎপাদন চালু করে। তারপর ধীরে ধীরে মডেলটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

**২০১৫ ওমর শরিফ** (১৯৩২-২০১৫) মারা গেলেন। মিশরীয় বংশোদ্ভূত হলিউডের অভিনেতা। আসল নাম মাইকেল দেমিত্রি শালহউব। লরেন্স অব অলিভিয়া, ডক্টর জিভাগো প্রভৃতি ছবিতে আইকনিক ভূমিকায় অভিনয়ের সুবাদে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

**১৯৭৩ ব্রিটেনের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করল** বাহামাস দ্বীপপুঞ্জ। প্রায় ৭০০টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দেশ। তার মধ্যে মাত্র ৩০টিতে মনুষ্যবসতি আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে বাহামাস ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছিল।

**১৫৫৩ লেডি জেন গ্রে ইংল্যান্ডের অধিশ্বরী হলেন।** তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর। সপ্তম হেনরির নাতনি। তবে রাজপাটের আয়ু মোটে নয় দিন। মেরি টিউডরের আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়।

## বৃষ্টি ভেজা শহর

প্রবল বর্ষণের মধ্যে স্কুল ছুটির পর মায়ের হাত ধরে বাড়ির পথে হাঁটছে স্কুলপড়ুয়ারা। মধ্য কলকাতার মহাত্মা গান্ধী রোড এলাকায় টানা বৃষ্টির মধ্যেও নিত্যদিনের জীবনের ছন্দ থেমে নেই— ভিজে রাস্তা, ছাতা আর জলমাখা শহরকে সঙ্গী করেই বাড়ি ফিরছে পড়ুয়ারা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-১৭৫৯

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ৩ | | | ৪ |
| | ■ | | ■ | | ■ | ■ | |
| | ■ | ৫ | | | ৬ | | |
| ৭ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | ■ | ■ | ৮ | | ৯ |
| ১০ | | | ১১ | | | ■ | |
| | ■ | ■ | | ■ | | ■ | |
| ১২ | | | | ■ | ১৩ | | |

**পাশাপাশি :** ১. অগণন, অজস্র ৩. পরগাছা ৫. সম্পূর্ণ নিরক্ষর ৭. ভ্রষ্টা, কুলটা ৮. মরিচ ১০. বঙ্গীয় অপটিক্স ১২. শান্ত ১৩. গাড়ি, যান।

**উপর-নিচ :** ১. ভিন্নরকম ২. নট ৩. প্রথম জ্ঞান ৪. বধ, হত্যা ৬. অনুলিপি লেখক ৯. সংশোধন ১০. নিজের বুদ্ধি ১১. জ্বরমুক্ত।

■ শুভজ্যোতি রায়

**সমাধান ১৭৫৮ : পাশাপাশি :** ১. অসমান ৩. ফটকা ৫. বন্দি ৬. নেত্রাঙ্গ ৮. তরো ১০. জবর ১১. দিঘল ১৩. তপ ১৫. হংস ১৮. থানা ১৯. শবলা ২০. মিথস্ক্রিয়া।
**উপর-নিচ :** ১. অসম্ভূত ২. মাইনে ৩. ফন্দি ৪. কালে ৫. বঙ্গজ ৭. ভারত ৯. রোদিত ১২. লহনা ১৪. পরকীয়া ১৬.সনাথ ১৭. আশ ১৮. থালা।

## ৯ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৪৪২০০ |
| গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৪৪৯৫০ |
| হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৩৭৭৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি), | ২২৬৭৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি), | ২২৬৮৫০ |

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

## মুদ্রার দর (টাকায়)

| মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
|---|---|---|
| ডলার | ৯৫.৬৭ | ৯৩.৪২ |
| ইউরো | ১০৯.৪২ | ১০৬.৮৯ |
| পাউন্ড | ১২৮.২৩ | ১২৫.৩০ |

## নজরকাড়া ইনস্টা

■ সারা আলি খান

■ রেশমী সেন, সঙ্গে কৌশিক

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

10 July, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in



হুমকি, ভয় দেখানো-সহ বিভিন্ন অভিযোগে অমর নস্কর, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় নামে দু'জনকে গ্রেফতার করল বাগুইআটি থানা

# দ্বিচারিতা নিয়ে তোপ কুণালের

সাংবাদিক সম্মেলনে কুণাল ঘোষ।

**প্রতিবেদন** : বেইমান-বালিশপন্থীদের দ্বিচারিতা নিয়ে ধুয়ে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে আদালতের নির্দেশ-সহ একাধিক বিষয়ে বালিশপন্থীদের তোপ দাগেন কুণাল। তিনি বলেন, হাইকোর্টে বড় ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। কোনও কোনও মহল থেকে অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছিল এবং তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়েছে দেখে তারা পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছিল। যারা আজ বিপ্লবী সেজে এই তহবিলের টাকাকে অনৈতিক বলছে, হাইকোর্ট আজ তাদের সব মুখোশ খুলে দিয়েছে। সরাসরি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাদের নাম করে তৃণমূল বিধায়ক প্রশ্ন তোলেন, এই বালিশচাটা ঋতব্রত, সন্দীপনদের অ্যাকাউন্টে ভোটের আগে ২৫ লক্ষ টাকা করে ঢুকেছে না ঢোকেনি? তৃণমূলের টাকায় ভোটে জিতেছিলেন, তখন তো টাকাটা খারাপ লাগেনি! অভিযোগ করার আগে ওই টাকাটা ফেরত দিলেন না কেন? যখন জানতে পারলেন টাকাটা খারাপ, তখনই ফেরত দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল!

বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের নাম, প্রতীক ও দলনেত্রীর ছবি ব্যবহার করে জিতে, যাঁরা রাজ্যে পালাবদলের পরেই হাওয়া মোরগের মতো ঘুরে গিয়েছেন, তাঁদের তীব্র আক্রমণ করে কুণাল বলেন, 'বিধায়ক হওয়ার আগে এরা দিদির পাশে ঘুরঘুর করত, অভিষেকের চেয়ারের পাশে জায়গা না পেলে— পারলে হাতলে বসে পড়ত! ১৯৯৮ সালে তৈরি হওয়া একটা সর্বভারতীয় দলের নিজস্ব তহবিল থাকবে না? এখানে আসলে কিছু বকলেস পরানো, পোষা বিরোধী তৈরি করা হয়েছে। এই সুযোগসন্ধানী, দ্বিচারী, ধান্দাবাজ আর সুবিধাবাদীগুলোকে আজ কোর্ট তার পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট করে চিনিয়ে দিয়েছে।

# ইনক্রিমেন্ট আটকে, ক্ষোভ বাড়ছে সরকারি কর্মী-মহলের

**প্রতিবেদন:** কম্পিউটার অপারেশন ও টাইপিং পরীক্ষা ব্যতীত যাদের পদোন্নতি হয়েছে তাদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট আটকে দেওয়ার কথা জানিয়েছে অর্থ দফতর। এই নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্য ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে কয়েকটি সংগঠন। তারা বলছে, ২০১৭ এবং '১৮ সালে ৫০ বছর বয়স্ক গ্রুপ ডি কর্মচারীদর এলডিএ, এলডিসিতে পদোন্নতির জন্য কম্পিউটার টাইপিং পরীক্ষা পাশ করা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার অর্ডার প্রকাশিত হয়েছিল। তার ভিত্তিতে নিয়ম মেনে বর্তমানে এলডিএ, এলডিসি বা ইউডিএ, ইউডিসি পদোন্নতি পেয়েছেন তাদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হলো যা কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী। এই আদেশনামা কার্যকরী হচ্ছে গত ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে, যা বেআইনি এবং উদ্দেশ্যমূলক। কোনও অর্ডারই প্রকাশের দিনের আগে থেকে কার্যকর হয় না। বিশেষত কর্মচারীর বেনিফিট কেড়ে নেওয়ার আদেশনামা তো নয়ই। এই অর্ডারটি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

# রাজ্যসভার নাটকের মডেল লোকসভায় নেই কেন?

**প্রতিবেদন** : বিচিত্র বিজেপির বিচিত্র কারবার। আর ধৈর্য রাখা গেল না। তারই কথিত ভালো তৃণমূলকে বরণ করে বিজেপিতে তুললেন রাজ্য সভাপতি। আবার রাজ্যসভাতেও প্রার্থী করা হল তৃণমূলের বিভীষণ তিন মূর্তিমানকে। কী আশ্চর্য রাজ্য সভার এই মডেল এখনো পর্যন্ত লোকসভার ক্ষেত্রে নেওয়া হয়নি। এমনকি বালিশপন্থী বেইমানদের ক্ষেত্রেও এটা করা হয়নি। কিন্তু কেন? তৃণমূলের দায় ঝেড়ে যারা ভালো তৃণমূল হয়ে সদ্য বিজেপি হলেন তাঁদের তৃণমূলে থাকাকালীন বাংলার প্রতি অবদান কী জিজ্ঞাসা করা হলে নিজেরাই উত্তর দিতে পারবেন না। তারা এখন দেশ ও দশের ভালো করতে গেরুয়া হলেন। মোদি-ভজনা করবেন। ভোটে হারার পর যারা কর্মীদের দিকে ফিরেও তাকালেন না সেই কুলাঙ্গারদের বিজেপি নিল তার কারণ রাজ্য সভার তিনটি আসন তাদের নিশ্চিত জয়। বিজেপির ঘোষিত লাইন চার ঘণ্টার বিজেপিকে স্বীকৃতি দেব না। দুমাসের বিজেপিকে দেওয়া যাবে। নিজেই দরজা খুলে তাদের ঘরে ঢোকালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। এখন প্রশ্ন হল লোকসভা বা বিধানসভার ক্ষেত্রে এই মডেল নয় কেন? সম্ভবত আরও ভালো তৃণমূলের অপেক্ষায়। কারণ তৃণমূল থেকে বিজেপিকরণ অর্থাৎ ঘরে তোলার আগে তৃণমূলের আঁশটে গন্ধ যাতে না ছাড়ে অথবা পচা ডিমের গন্ধ যাতে না পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা পাকা হলে তবেই বিজেপির জাতে উত্তীর্ণ হবে 'বেইমান তৃণমূল'। নইলে আসা যাবে না। তাই সময় নেওয়া হচ্ছে!

# প্রভাসের ময়নাতদন্ত রিপোর্টে ধোঁয়াশা

**প্রতিবেদন** : বারুইপুরে-কাণ্ডে ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের। বুধবার রাতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সেই মৃত অভিযুক্তের ময়নাতদন্ত করে তিন সদস্যের বিশেষ মেডিক্যাল বোর্ড। আর সেই ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টেই উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ময়নাতদন্তের আগে দেহের ডিজিটাল এক্স-রে করা হয়। দেখা যায়, শরীরে ফরেন বডি বা গুলির কোনও অস্তিত্ব নেই! রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রভাসের শরীরে দু'টি গুলির ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। একটি গুলি পিঠ দিয়ে প্রবেশ করে পেটের অল্প নীচ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এবং দ্বিতীয় গুলিটি পিঠ ফুঁড়ে পাঁজরের নীচ দিয়ে বেরোয়। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করেছিল। তাই তাকে পিছনদিক থেকে গুলি করা হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের সঙ্গে পুলিশের এই বয়ান হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে দূরত্ব নিয়ে। সাধারণত পলায়নরত কাউকে ন্যূনতম ৮ ফুট দূরত্বের বাইরে থেকে গুলি করলে, সেই গুলি দেহেই আটকে থাকার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে দেহে গুলি না থাকায় প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, খুব ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছিল! এই রহস্যের সমাধানের জন্য তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সিআইডিকে।

# প্রতিবাদীদের মিথ্যা মামলায় ধরছে পুলিশ

**প্রতিবেদন** : বারুইপুরে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ভুলে এখন প্রতিবাদীদের ধরতে নেমেছে পুলিশ। অপরাজিতার দেহ নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ করার 'অপরাধে' গ্রেফতার করা হয়েছে সূর্যপুর এলাকার বাসিন্দাদের। গণপিটুনি, ভাঙচুর-সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রায় ২০০ জনকে। যার মধ্যে ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারির

**বারুইপুর**

আতঙ্কে কার্যত জনশূন্য গোটা এলাকা। বাড়িঘরে তালা দিয়ে সপরিবারে এলাকা ছাড়ছেন স্থানীয় মানুষ। পুলিশের এই অতিসক্রিয়তায় মোটেই খুশি নয় নির্যাতিতার পরিবার। সংবাদমাধ্যমকে অপরাজিতার কাকিমা জানিয়েছেন, স্থানীয় মানুষ প্রতিবাদ করেছে বলেই পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম থেকে পুলিশের সহযোগিতা পায়নি বলেই তো জনগণ রেগে গিয়েছিল! আর এখন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমজনতাকে গ্রেফতার করছে। আমাদের ফাঁসানোর জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে! তাঁর অভিযোগ, বলছে নাকি এখানে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, আগুন জ্বালানো হয়েছে। এমন সব মিথ্যা অভিযোগ করে আমজনতাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে! সবাই এখানে ভয়ে ভয়ে আছে। প্রতিবাদ করেছে বলেই এভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামী দিনে এরকম কিছু হলে তো কেউ আর প্রতিবাদই করবে না!

# দুমাসেই পরিষেবার হাল দেখে সরকারি হাসপাতালের নিন্দায় খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রীই

**সংবাদদাতা, বারাসত** : রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীই এবার সরকারি হাসপাতালের নিন্দায় সরব হলেন। ক্ষমতার হাত বদল হতেই নজরদারির অভাব সরকারি হাসপাতালে। বেআব্রু বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের পরিষেবা। শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ভর্ৎসনা করলেন কর্মীদের। মুখ বাঁচাতে অভ্যন্তরীণ তদন্তের নির্দেশ দিলেন। সবকিছু নিয়ে মাত্র দু-মাসের মধ্যেই মেডিক্যাল কলেজর স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রশ্নের মুখে পড়ল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎই বারাসত সরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে পৌঁছে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কাউকে কিছু না জানিয়েই ঢুকে পড়েন এমারজেন্সি বিভাগে। খবর পেয়েই ছুটে আসেন প্রিন্সিপাল, এমএসভিপি, নন মেডিক্যাল সুপার-সহ অন্যরা। অপরিষ্কার ওয়ার্ড ও হাসপাতাল চত্বর দেখে তিনি প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ করেন। হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে রোগী ও রোগীর পরিবারের সদস্যরা একাধিক অভিযোগ করেন। সকলের সামনেই কার্যত মুখ পোড়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। ছাদ পরিদর্শনে করতে চাওয়াতে দেখা যায় চাবি বিভ্রাট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামানায় বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের চিকিৎসা পরিষেবার আমূল পরিবর্তন করা হওয়াতেই রোগীরা আজও ভালো চিকিৎসা পাচ্ছেন। কারণ নতুন সরকার আসার পর এই হাসপাতালে নতুন করে কোনও পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়নি। যা হয়েছে তৃণমূল জামানাতেই। ফলে রোগীরা ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। কিন্তু নতুন সরকার আসার পর গত দু-মাসে কাজকর্ম চুলোয় ওঠায় হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা বিষয়টি তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। দেখভাল করার লোক নেই। তাই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ও পরিচ্ছন্নতার বেহাল দশা দেখা দিয়েছে।

# পাকড়াও চোর

**সংবাদদাতা, হাওড়া** : হাওড়ার বালি থানা এলাকায় চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার রাতে বালির শ্রীচরণ সরণিতে ওই ঘটনা ঘটে। একটি বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে ঢোকে ওই দুষ্কৃতী। জিনিসপত্র হাতিয়ে পালানোর সময় গৃহকর্তার হাতে ধরা পড়ে যায় ওই চোর। তার কাছে চুরির জিনিসপত্রও পাওয়া যায়। এরপর গৃহকর্তা চেঁচামেচি শুরু করলে আশেপাশের মানুষ জড়ো হন। শুরু হয় মারধর। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

# বরুণ বিশ্বাসের বাড়িতে সিআইডি তপন দত্ত খুনের তদন্তের কী হল?

**প্রতিবেদন** : সুঁটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের খুনের ঘটনার তদন্ত নতুন করে শুরু হওয়ার আশ্বাস দিল রাজ্য। বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়িতে গেলেন সিআইডি অফিসাররা। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তাও বললেন ঘণ্টাদুয়েক। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, হাওড়ার বালি-জগাছার তৃণমূল নেতা পরিবেশকর্মী তপন দত্তের খুনের তদন্তের কী হল? আবার কবে তাঁর বাড়িতে যাবে তদন্তকারী গোয়েন্দাদল? কী করছে সিবিআই? ২০১১ সালের ৬ মে খুন হয়েছিলেন তপন দত্ত। জলাভূমি ভরাটের প্রতিবাদ করতে গিয়েই তাঁকে খুন হতে হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের আঙুল ওঠে তৃণমূলেরই কয়েকজন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে। তপন দত্তর স্ত্রী প্রতিমা দত্তর করা এফ আই আরে নাম ছিল সেই সময়ের এক মন্ত্রী-সহ মোট ১৩ জনের। তদন্তে নামে সি আই ডি। প্রথমে ২০১১ সালের ৩০ অগাস্ট চার্জশিটে যাদের নাম ছিল পরে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে কোনও কারণ না দেখিয়ে মন্ত্রী-সহ ৯ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়। ৫ জনকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দেয় নিম্ন আদালত। ২০২২-এর জুনে কলকাতা হাইকোর্টে তদন্তের ভার দেয় সিবিআইকে। কিন্তু তারপরে তপন দত্ত খুনের তদন্তের অগ্রগতি আদৌ হয়েছে কি না তা নিয়ে প্রায় সকলেই অন্ধকারে। হাওড়ার মানুষের প্রশ্ন, বরুণ বিশ্বাসের খুনের যদি নতুন করে তদন্ত শুরু হয়, তপন দত্তের খুনের ঘটনায় তা নয় কেন?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## স্বচ্ছ তদন্ত

বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে। কিন্তু মৃত নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকেই অন্যরকম বক্তব্য নতুন করে ভাবার অবকাশ রেখেছে। প্রকাশ্যে এসেছে নাবালিকার বাবার বক্তব্য। তিনি বলছেন মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপে খুশি। কিন্তু পাশাপাশি মা বলছেন, সরকারের অতি-তৎপরতায় তাঁরা মোটেই খুশি নন। কারণ পুলিশ যদি হাত গুটিয়ে বসে না থেকে সঠিক সময় পদক্ষেপ করত, আরও একটু সক্রিয় হত তা হলে মেয়েকে তাঁরা হয়তো ফিরে পেতেন। আবার যেভাবে গণহারে গ্রামের মানুষজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটাও তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না। হতভাগ্য পরিবারের একজন সদস্য বলছেন, আমরা আইনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছিলাম। মূল অভিযুক্ত তো বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডল! প্রথম যাকে গ্রেফতার করা হল তাকে শান্তনুই ছাড়িয়ে নিতে গিয়েছিল। তাকে কেন আড়াল করা হচ্ছে? তাকে কেন ছেড়ে রাখা হচ্ছে? আর যে আসামিদের নাম পরপর বলে গিয়েছিল তাকেই বা কেন এভাবে মরতে হল? পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। কোথাও যেন মনে হচ্ছে মূল অভিযুক্তদের আড়াল করার জন্য তলে তলে একটি চক্রান্ত হচ্ছে। ফলে মানুষের মনে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। তার নিরসন করার দায়িত্ব প্রশাসনের। মানুষ স্বচ্ছ তদন্ত চাইছেন। প্রতিবাদ করলেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। এ ঘটনা আর যাই হোক তদন্তের স্বচ্ছতা প্রমাণ করে না।

## e-mail থেকে চিঠি

### দরজা খুলে গেল, মুখোশটাও খসে পড়েছে

নতুন করে সত্যি বলার কিছু নেই। শুভেন্দু অধিকারীর সরকার এই কয়েক দিনের মধ্যে যে কীর্তিগাথা রচনা করেছেন, সেটা সত্যি নজিরবিহীন। কতগুলো ঘেউ ঘেউ করা সারমেয়কে বকলেস পরিয়ে নিজেদের সরকারি শান্তি বজায় রাখছেন। না হলে দুর্নীতি আর কলঙ্ক বিচারে দুই ধরনের শাস্তিবিধান অনুমোদিত হবে কেন! একই অভিযোগে কেউ ডিম থেরাপির শিকার, কেউ গারদের ভাত খাচ্ছেন, আর রাঘব বোয়ালরা দিব্যি সেটিং করে কামাইয়ের নতুন পথ খুঁজছেন! দিল্লি গিয়ে স্পিকারের ঘর আলো করে বসছেন। কেউ আবার হোটেলে গেরুয়া নেতার সঙ্গে দেখা করে নিজেকে নিরাপদ করে নিচ্ছেন অনায়াসে। কেউ কেউ আবার বিজেপি পার্টি অফিসে গিয়ে হাসি হাসি মুখে পদ্ম লাঞ্ছিত পতাকা নিচ্ছেন হাতে। তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙতে পারলেই, সংসদে পক্ষে ভোট দিলেই সাতখুন মাফ! এর নিট ফল রাজ্যের বিরোধীরা আজ কার্যত সাজানো পুতুল। শুভেন্দুবাবুর অনুমতি ছাড়া স্পিকটি নট! এই কি পরিবর্তন? না মানুষের আবেগের সঙ্গে নির্মম ধোঁকাদারি! এঁদেরই কারও ৭০টা বাড়ি, বিরুদ্ধে অপরাধের মামলা ঝুলছে। সন্দেহটা সেই কারণেই। আর জি কর হাসপাতালে গভীর রাতে এক মহিলা ডাক্তারের উপর পাশবিক নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় দেশ বিদেশ কেঁপে গিয়েছিল। সেখানেও দোষী গ্রেফতার হয়েছিল। আজও সে গারদের ভেতর। আর এই ভয় আউট ভরসা ইনের জমানাতেও বারুইপুরের নৃশংস ঘটনা ও তৎ পরবর্তী সাক্ষী লোপের চেষ্টা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, স্লোগান পালটিয়েছে, রঙের রকমফের হয়েছে, সেই সঙ্গে আরও অন্ধকার নেমেছে। থমথমে বারুইপুরে এখন ভয়ের রাজত্ব। তারাতলায় চাপা পড়ে গিয়েছে আমাদের অন্তরাত্মা। বিচারবোধ, নৈতিকতা মূল্যবোধ। এমনকী প্রতিবাদও ক্রমশ 'সিলেকটিভ' হয়ে উঠছে। কী বললে ফায়দা আর ব্যক্তিগত সুরক্ষা সেটা রাজনীতির ব্যবসায়ীরা ভালভাবেই বুঝে গিয়েছেন। 'তোমার আমার এক সুর/জাস্টিস ফর বারুইপুর।' এই কথা বললেই লাঠি, লাথি আর ঘুষির মুখে পড়তে হবে। কেন ১২ কিলোমিটার যেতে পুলিশ বাহিনীর কর্তাদের তিনঘণ্টা লাগল? সেই উত্তর এই সুখেন্দুরা চাইবেন না আর শুভেন্দুরাও দেবেন না। ব্যাস! হয়ে গেল। ন্যায় বিচারকে বালিশজ্ঞানে চাটতে হবে জনগণকে 'তথা কথিত' বিরোধী নেতার মতো।

—**তানিয়া রায়, সোদপুর, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

# অতই সহজ তৃণমূলকে রোখা!

## আমরা লড়তে জানি, নইকো শিরদাঁড়া-বেচা-পোকা

- সুখেন্দু সুস্মিতা প্রকাশের মতো নেতারা জার্সি বদল করলেও তৃণমূল কংগ্রেস কেন অটল অনড় অব্যয়, সেকথা বোঝা গিয়েছিল বুধবার দিনই
- শহর কলকাতায় প্রকাশ্য দিবালোকে চলল বিজেপির গুন্ডাদের তাণ্ডব
- খোলাখুলি ওরা ডিম ছোঁড়া থেকে বৃহন্নলা বাহিনীর অশ্লীল নাচ, সব কিছু প্রয়োগ করে আটকাতে চাইল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র-যুবদের অকুতোভয় প্রতিবাদ
- ওরা পারল কী!
- কেন ওরা পারেনি, কেন ওরা পারবেও না এই যৌবন জলতরঙ্গকে রুখতে

বিশ্লেষণে **পার্থসারথি গুহ**

লাগবে না আমাদের সায়নী-রচনা। থাকুক শুধু বজ্রকঠিন উপাসনা। প্রয়োজন নেই দেব-দের। আছে আমাদের দেবারতি। শতাব্দী,জুন,কাকলীদের টা টা বাই। আছে আমাদের প্রিয়াঙ্কা অধিকারী। বেইমানদের মুখে ঝামা ঘষে নয়নিকাও বা কম কীসে।

নীলাঞ্জন তো মূর্তিমান আন্দোলন।

লড়ছে মৃত্যুঞ্জয়, লড়ছে শুভ্রজিত, জয় আমাদের হবে নিশ্চিত। টিভি ডিবেটে অনির্বাণ-প্রদীপ্ত।

আবর্জনা ঝেড়ে মমতাময়ী তৃণমূল
আজ ভারি নিশ্চিন্ত।

যুবনেতা অর্ণবে তৃণমূলে আজ নবপল্লব।

হ্যাঁ, নতুন যুগের সন্ধিক্ষণে এভাবেই এগোবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে। কুণাল ঘোষের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুরন্ত সওয়াল-জবাবে। মহুয়া মৈত্রর দৃঢ়চেতা লড়াইয়ে।

ডেরেক, দোলা, শুভাশিসরা একাই একশো। লাগবে না তাই বালিশ-চাটাদের ফ্লপ শো।

এই লেখা তখন গড়াগড়িয়ে এগোচ্ছে যখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আহত তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা। অথচ তাঁদের দেখে মনেই হবে না মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে বিজেপির অতর্কিত আক্রমণে তাঁরা মারাত্মক চোট পেয়েছেন। বাইক থেকে টেনে হিঁচড়ে ফেলে পেটানো হয়েছে তাঁদের।

শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু মানসিক শক্তিতে তাঁরা যে কোনও শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এঁদের স্বতঃস্ফূর্ততা, সততা, মনের জোর যে কোনও পেশার মানুষকে উদ্বেলিত করতে বাধ্য। এরা প্রত্যেকে একেকজন বীর যোদ্ধা। অক্লেশে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি। সামরিক বাহিনীর বীর জওয়ানদের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ওরা অগ্নিকুণ্ডেও ঝাঁপিয়ে পড়তেও পরোয়া করে না। ঝড়-জল-ঝঞ্ঝা এদের কাছে নো চাপ,নো মাথা-ব্যথা।

আবারও বলতে হবে আইটি প্রধান উপাসনা চৌধুরীর কথা। আদালতের নির্দেশে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরার মিছিলে বিজেপির অতর্কিত আক্রমণ মোকাবিলা করে ম্যান অফ দ্য ওম্যান উপাসনা। তবে বাকিরাও উনিশ-বিশ।

দুচাকা থেকে চারচাকা হোক কিংবা এগারো পা সবেতে চৌকস উপাসনা বুঝিয়ে দিয়েছেন হাজারো, হাজারো মমতার মেঘ জমাট বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। অপেক্ষা শুধুমাত্র ভারি বর্ষণের। যে বরষে ধুয়ে যাবে এতদিনকার যাবতীয় গ্লানি। উঠে আসবে শুধু মমতাময়ী মণিমাণিক্যখানি। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী,

আইনজীবী নয়নিকা রায়, দেবারতি চক্রবর্তীরা আগামীর সোনার বাংলা গড়ে তোলার সোনার খনি।

কথায় বলে নদীর এ পাড় যখন ভাঙে তখন অপর পাড় ঠিক গজিয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে এ নিয়ম চলে আসছে। এ যেন মহাকালের অমোঘ বিধি। তা বলে কী এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই? আছে। বেশ ভালোমতোই বিদ্যমান সেই অন্যথার অনাসৃষ্টি। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে যাকে বলা চলে সুবিধাবাদ। যখন ক্ষমতা থাকবে তখন নদীর অনুকূল পাড়ে হম্বিতম্বি। আর ক্ষমতা হারালেই অন্য পাড়ে ঠাঁই খুঁজে নেওয়ার আকুতি। এই সুবিধাবাদীরা নদীর এ পাড় থেকে ওপারটাকে ভালো ভাবে। ঠিক যেমন তৃণমূল কংগ্রেসে থাকতেই অনেকের মনে হত নদীর ওদিকের পাড়-টি (পড়ুন বিজেপি) কী সুন্দর! কিন্তু তখনও তারা ঝুঁকি নিতে পারছিলেন না। দোনোমোনো করছিলেন। যেই নির্বাচন কমিশনের আশীর্বাদে 'পিছে কে খিড়কি সে' বাংলা দখল বাস্তবায়িত করল বিজেপি তৎক্ষণাৎ তৃণমূল এর সেই অতৃপ্ত আত্মারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের এতদিনের সাধ মেটানোর তরে। যদিও এখানে আবার দুটো ভাগ। একদল সাংসদ এনসিপিআই নামে 'খায় না মাথায় মাখে' দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে এনডিএতে শামিল হলেন। আর একদল বিধায়ক হঠাৎ করে শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করে বসল। অবিসংবাদী নেত্রী তথা তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ব্রাত্য থাকলেন। সত্যই কী বিচিত্র এই দেশ। তবে এখানেই তো আর যবনিকাপাত হচ্ছে না। বরং স্বমহিমায় বিরাজমান হচ্ছে লেখার একেবারে প্রারম্ভে উল্লেখিত নদীর অপর পাড়টি। পূর্ববর্তী পাড়ের 'গ্ল্যামারাস' শতাব্দী রায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, দেব অধিকারী, জুন মালিয়া থেকে একদা তৃণমূল নেত্রীর কাছে মাছি পর্যন্ত গলতে না দেওয়া জগাই-মাধাই ওরফে ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসরা দিব্যি সেখানে ভিড়ে গিয়েছেন চরম নির্লজ্জতার মাথা খেয়ে। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেজায় টাইট দেওয়া যাবে। কিন্তু না ঘরকা না ঘাটকা এই গুপ্তচররা কল্পনাও করতে পারেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত দ্রুত তাঁর অগোছাল ঘর ফের গুছিয়ে নেবেন। একগুচ্ছ নাম না জানা তরুণ তুর্কি এবং পোড়খাওয়া কাঠিন্য ও আনুগত্যে ভরপুর নেতার সান্নিধ্যে প্রকৃর বিরোধী দল তথা বিরোধিতা কাকে বলে শাসকের চোখে চোখ রেখে তা বুঝিয়ে দেবেন।

এ তো সবে শুরু। এখনও খেলা অনেক বাকি গুরু।

তবে কথায় বলে, মর্নিং শো'জ দ্য ডে। তৃণমূলে সেই সুন্দর সকাল ফুরফুরে মেজাজে হাজির। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে অফসাইডে বা হ্যান্ডবল গোল করে আর আমাদের হারানো যাবে না। আগে দলে থাকা গুপ্তচররা প্রতিপক্ষের ভরসা ছিল। এখন সেই গুপ্তচরদের বিশ্বাসঘাতকতায় চড়া পড়ে গিয়েছে। ভাঁটা শেষে জোয়ার আসলেই শুরু হবে নতুন খেলা, নতুন লড়াই। সামনের পুরসভা নির্বাচন থেকেই যার স্টেজ রিহার্সাল শুরু হবে। এখন কিন্তু শত্রু বলতে সামনে শুধু বিজেপি নয়, দলদাস পুলিশ-প্রশাসনকেও সমানভাবে মোকাবিলা করতে হবে। সেজন্য জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই গুটি সাজাচ্ছেন। হ্যাঁ, সোজা পথে ঘি না উঠলে আঙুল ব্যাঁকা করতেই হবে। আইন-আদালতের লড়াইতেও সমানতালে মোকাবিলা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন আদালতের অনুমতিতে হওয়া মিছিলে কীভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে। মিছিল চলাকালীন বিজেপির অনুপ্রবেশ ও অত্যাচার এবং পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কথা নিশ্চিতভাবে তুলে ধরা হবে মহামান্য বিচারপতিদের সামনে।

একইসঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম তারকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এখনও স্বমহিমায় বিরাজমান তা দেশ তথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই বুঝতে পারছেন মমতার শক্তির স্ফূলিঙ্গে আরও অগণিত মমতা তৈরি।

সামনের জোরদার লড়াইয়ে এরা যেন কালী-তারা-বগলা-ছিন্নমস্তা-ধূমাবতীর মতো দশমহাবিদ্যার মহাশক্তিতে পুঞ্জিভূত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# বিজেপির গুন্ডাদের হামলা, রাস্তা অবরোধ

# দলদাস পুলিশের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নয়? উঠছে প্রশ্ন

**প্রতিবেদন :** আদালতের নির্দেশ মেনে সব শর্ত মেনে মিছিল শুরু করেছিল তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা। পুলিশের দায়িত্ব ছিল সেই মিছিল যাতে কোনওরকম গন্ডগোল ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে তা নিশ্চিত করা। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, পুলিশের চোখের সামনে বিজেপির গুন্ডারা রাস্তা আটকে-বাইক-মিছিল করে-রাস্তার ওপর শুয়ে ব্যাপক মারধর করে তৃণমূলের মিছিল ভণ্ডুল করল। তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান উপাসনা চৌধুরীকে বাইক-সমেত ফেলে দিয়ে মারা হল। হাজরা মোড়ে আচমকা পুলিশ ব্যারিকেড করল। সেখানেই মঞ্চ বেঁধে গোটা এলাকা জুড়ে মাইক চালিয়ে দিনভর তাণ্ডব চলল! অথচ পুলিশ নির্বিকার! তৃণমূলের মিছিলের জন্য নির্দেশ ছিল, মাইক ব্যবহার করা যাবে না। তারা তা করেওনি। কিন্তু বিজেপি দিনভর ভূতের নৃত্য করল! স্রেফ দাঁড়িয়ে দেখল পুলিশ। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের এই দলদাসপনা কার্যকলাপ-নিষ্ক্রিয়তার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? কেন তাদের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধেই বা ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? পুলিশের এই কুৎসিত ভূমিকায় নিন্দার ঝড় বয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। পুলিশের এমন বেহায়াপনা দালালি কেন করতে হচ্ছে? এই প্রশ্নও উঠেছে। গোটা রাজ্য জুড়ে কার্যত অরাজকতা চলছে। আইনশৃঙ্খলার যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। বিজেপির গুন্ডারা যেখানে-সেখানে হামলা চালাচ্ছে। তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের মিথ্যে মামলা দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিজেপির নির্দেশে এমন কোনও কাজ নেই যা পুলিশ করছে না। বাংলায় এখন পুলিশের বিরুদ্ধে একটাই আওয়াজ ধিক্কার— ধিক্কার।

রাস্তা আটকে শুয়ে রয়েছে বিজেপির গুন্ডারা। চোখেই পড়ল না পুলিশের। বুধবার হাজরায়।

ব্যারিকেড করে তৃণমূল কর্মী উপাসনা চৌধুরীকে আটকাচ্ছে পুলিশ। নিচে হামলাকারী গুন্ডারা ভিড়ের মধ্যে মিশে।

# পরিকল্পনা করে মিছিলে গোলমাল পাকিয়েছিল বিজেপির দুষ্কৃতীরা

**প্রতিবেদন :** বুধবার তৃণমূলের দাবি মেনে তাদের মিছিল করার ছাড়পত্র দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিল করার কথা ছিল তৃণমূলের। মিছিলের সময়ও আগে থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরও তৃণমূলকে মিছিল করতে বাধা দেয় বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। অনুমতি নিয়ে বুধবার মিছিল করার সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু তার আগে থেকেই পরিকল্পিতভাবে সেখানে বিজেপি মঞ্চ বেঁধে, লাউড স্পিকারে গান বাজিয়ে হইচই শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মিছিলের গতিপথের কাছে মঞ্চ বেঁধে চড়া সুরে গান বাজাচ্ছিল বিজেপি কর্মীরা। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের শান্তিপূর্ণ মিছিলে কর্মীদের ওপর বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা অতর্কিতে হামলা চালায় এবং মারধর করে। এলাকার সাধারণ মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে বিজেপির এই পরিকল্পিত উসকানির নোংরা রূপটি স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, তৃণমূলের মিছিলের সময়টা আগে থেকেই ঠিক ছিল। কিন্তু বিজেপি কর্মীরা ইচ্ছে করেই ঠিক সেই পথেই মঞ্চ তৈরি করে তীব্র আওয়াজে গান বাজাতে শুরু করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত করাই ছিল ওদের মূল উদ্দেশ্য। মিছিলের প্রথম সারিতে থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, আমরা শান্তভাবেই যাচ্ছিলাম। আচমকাই বিজেপির মঞ্চের দিক থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে একদল কর্মী আমাদের ওপর চড়াও হয়। কোনও প্ররোচনা ছাড়াই আমাদের কর্মীদের নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছে। সরকার গঠনের পর ক্রমেই তাঁদের মিথ্যে কথার প্রমাণ পাচ্ছে নাগরিক। সেই বিষয়গুলোকে অবদমিত করতেই কাপুরুষোচিত ও হিংসাত্মক পথ বেছে নিচ্ছে তাঁরা। কলকাতায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতেই এই পূর্বপরিকল্পিত হামলা চালানো হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান প্রমাণ করে, এই হিংসার নেপথ্যে রয়েছে জুমলা পার্টির চরম উসকানি ও চক্রান্তের রাজনীতি।

রাজ্য
10 July, 2026 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

**ইডি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর জামিনের আবেদনের শুনানি পিছিয়ে গেল। শুনানি হবে ১৪ জুলাই**

# প্রচারেই সার! অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ

মেলেনি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা। হিঙ্গলগঞ্জে বিক্ষোভে মহিলারা।

**সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ :** মহিলা ভোট হাতাতে নির্বাচনের আগে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জুমলা পার্টি। কিন্তু ভোট শেষে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই ভাঁড়ে মা ভবানী। কোনও প্রকল্পের টাকাই কেউ পাচ্ছেন না। ফলে ক্ষোভের আগুন ছড়াচ্ছে দিকে দিকে। অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তা না পেয়ে এবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বঞ্চিত মহিলারা।

প্রতিদিনই উত্তর ২৪ পরগনার কোন না কোন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক দফতরে চলছে বিক্ষোভ। উপভোক্তাদের প্রশ্নবাণে অনেক সময়ই মেজাজ হারাচ্ছেন আধিকারিকেরা এমনটাই অভিযোগ উঠছে। বৃহস্পতিবার হিঙ্গলগঞ্জের ব্লক অফিস ঘেরাও করলেন মহিলারা। অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে না, পোর্টালে এক-এক সময় এক-এক জিনিস দেখাচ্ছে, এমনই হাজারো অভিযোগ নিয়ে মহিলাদের ব্লক অফিসে এসে ক্ষোভ উগরে দিলেন।

প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া শত শত মহিলা রাস্তায় নেমে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের অভিযোগ, এটি আসলে বিজেপির একটি ভুয়ো প্রতিশ্রুতি এবং ভোটের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য মহিলাদের আবেগকে ব্যবহার করে তৈরি করা একটি রাজনৈতিক চাল মাত্র। নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে বিজেপি নেতারা গলা ফাটিয়ে দাবি করেছিলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। মাসের পর মাস কেটে গেলেও রাজ্যের একটা বড় অংশের দুঃস্থ মহিলার অ্যাকাউন্টে পৌঁছায়নি অন্নপূর্ণা যোজনার কানাকড়িও। এর থেকেই পরিষ্কার এই দলের কোনও দিশা নেই। কোনও সঠিক পরিকাঠামো না বানিয়ে এবং পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ না করেই শ্রেফ সস্তা পাবলিসিটির জন্য এই যোজনার ঢ্যাড়া পেটানো হয়েছিল। এটি যে আদতে মোদি সরকারের একটি বিজ্ঞাপনী চমক ছিল, মহিলাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ তা হাতেনাতে প্রমাণ করে দিল। এ-বিষয়ে আধিকারিকদের দাবি, তাঁদের কিছুই করণীয় নেই। যেমন নির্দেশ আসছে তেমনটাই তাঁরা করছেন।

# কোর্টের নির্দেশ না মেনেই ফের রেলের বুলডোজার

চাঁপাপুকুর রেল স্টেশনে বুলডোজার অভিযান রেলের। বৃহস্পতিবার।

**সংবাদদাতা, বসিরহাট :** বুলডোজার অ্যাকশনের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত। কিন্তু সেই নির্দেশকে উপেক্ষা করেই আবার বুলডোজার চালাল রেল। বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ হাসনাবাদ শাখার চাঁপাপুকুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ করতে চলল বুলডোজার অভিযান। এদিন বসিরহাটের হাসনাবাদ শিয়ালদহ শাখার চাঁপাপুকুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নির্বিচারে সব দুরমুশ করে দেয় রেল। গন্ডগোল এড়াতে মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ। রেলের এই বুলডোজারে ভাঙা পড়েছে দোকান, গ্যারেজ। এদিকে পুনর্বাসন না দিতে বহু মানুষকে কার্যত পথে বসিয়ে দিল রেল। উপার্জনহীন হয়ে পড়লেন কয়েকশো মানুষ। বহুদিন ধরেই হাসনাবাদ শিয়ালদহ শাখার বিভিন্ন স্টেশন সহ চাঁপাপুকুর স্টেশন এলাকাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলেও এইসব ব্যক্তিদের নোটিশ দিয়েছিল রেল কর্তৃপক্ষ। তখন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা মানুষের জীবিকার প্রশ্নে পুনর্বাসন ছাড়া রেলকে এই অমানবিক কাজ করতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সরকার বদল হতেই এবার এই উচ্ছেদের কাজ শুরু করল রেল কর্তৃপক্ষ।

## ডিম ছুঁড়ছি সরকারি নির্দেশে!

**(প্রথম পাতার পর)** শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রামনগরের বিজেপি নেতা সুব্রত জানার এই প্রকাশ্য অসভ্যতায় নিন্দার সরব হয়েছে তৃণমূলও। হওয়া ঘটনার ভিডিও শেয়ার করে তৃণমূলের আইটি সেলের তরফে তীব্র নিন্দা করে ফেসবুকে লেখা হয়েছে, এই বিজেপি কর্মীর কথা অনুযায়ী ডিম ছোঁড়ার সরকারি অর্ডার আছে? এইসব বুঝিয়েই নির্বোধ কর্মীদেরকে দিয়ে এই দুষ্কর্ম করাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব?

বিজেপি ক্ষমতার স্বাদ পেতেই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। বুধবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর-২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা প্রবীণ তৃণমূল নেতা মানস দাস। আচমকাই তাঁকে ঘিরে ধরেন ওই পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির নেতা সুব্রত জানা। এরপরই চলে চূড়ান্ত অসভ্যতা। একের পর এক ডিম ফাটিয়ে মাখানো হয় বৃদ্ধ তৃণমূল নেতার মাথায়। ক্ষমতায় আসার পরেই বিজেপির এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ইতিমধ্যে নিন্দার ঝড় উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারাই বৃদ্ধের এই হেনস্থায় রুখে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতাকে ঘিরে ধরেন। পাল্টা ওই বিজেপি নেতার দাবি, ডিম ছোঁড়া বিজেপির সরকারের নির্দেশ। আর তিনি তার ইনচার্জ! তাই এতে কোনও অন্যায় নেই, এই থেরাপি চলবে! অসুবিধা হলে থানায় চলুন! এখন কী বলবেন বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব?

## জেলায় সতর্কতা

**প্রতিবেদন:** উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বৃষ্টির সতর্কতা জারি। রবিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণের একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি। শনিবার দুই ২৪ পরগনায় বৃষ্টির দাপট তুলনামূলক বেশি থাকতে পারে। অতি-ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জলপাইগুড়িতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকলেও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা কমবে।

## ফালাকাটায় দেহ

**(প্রথম পাতার পর)** নিহত মহিলার পোশাক ছিল অবিন্যস্ত, দেহে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আজিমার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ রুজু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে খুন মনে হলেও ধর্ষণের সন্দেহও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই দুই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে বাংলায় কি জঙ্গলরাজ চলছে? কোথায় আইন-শৃঙ্খলা? বেটি বাঁচাওয়ের বুলি আওড়ানো বিজেপি ভোট লুট করে বাংলায় আসার পর থেকেই এইসব ঘটনা পর পর ঘটছে কেন? নারী নিরাপত্তা কোথায়? পর-পর এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তৃণমূলের আইটি সেল সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে লেখে, নতুন এক দিন, নতুন এক নারী নিগ্রহের ঘটনা! এই রাজ্যে নারী সুরক্ষার হাল আজ সবার সামনে উন্মোচিত।

## ভোটের ফলের পর কেন

**(প্রথম পাতার পর)** স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে। বিচারপতির কড়া পর্যবেক্ষণ, সাতের বদলে সত্তরটি পেতে পারেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কী এমন প্রমাণ পেলেন যে কারণে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করলেন? এর পরই বিচারপতির প্রশ্ন, এত দ্রুততা কেন? সাধারণ একটা মানুষ এলে পুলিশ তো এত সক্রিয় হয় না? কী এমন প্রমাণ আপনাদের সন্তুষ্ট করল যে আপনারা ফ্রিজ করে দিলেন? ফলাফল উল্টো হলে কী হত? ফল প্রকাশের পর অভিযোগ করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টে। মামলায় এদিন তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী মনু সিংভি। আদালতে তাঁর প্রশ্ন, অভিযোগ করলেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা যায়? এক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ দরকার। শুধু তাই নয়, যে-সমস্ত বিধায়ক অভিযোগ করলেন তাঁরা ২৫ লাখ টাকা নেওয়ার পর সন্দেহ প্রকাশ করলেন! আর এখানেই আইনজীবীর আরও প্রশ্ন, কীভাবে জয়ী বিধায়কেরা অভিযোগ করতেন? বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, আপনারা তৃণমূল থেকে লড়ে জিতেছেন। ফ্যাক্ট চেঞ্জ হল আর নিজেরাই অভিযোগ করলেন! ৪ মে কেন এই প্রশ্ন তুললেন না? ১৮ জুনের আগে কেন প্রশ্ন তুললেন না? দীর্ঘ সওয়াল জবাব শেষে, সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে তৃণমূলকে স্বস্তি দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। শর্তসাপেক্ষে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে ছাড় দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।

# কালিন্দী নদীর বাঁধে ধস তুমুল আতঙ্কে সুন্দরবন

**সংবাদদাতা, বসিরহাট :** সুন্দরবনের কালিন্দী নদীর বাঁধে প্রায় ৩০০ ফুট ধস, নোনা জলের আতঙ্কে দিন কাটছে বাসিন্দাদের। বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেবখালি পঞ্চায়েতের ২নং সাহেবখালি এলাকায় কালিন্দী নদীর বাঁধে প্রায় ৩০০ ফুট ধস নামায় চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে। বাঁধের বড় অংশ বসে যাওয়ায় যে কোনও মুহূর্তে নদীর নোনা জল গ্রামে ঢুকে পড়তে পারে বলে আশঙ্কায় বাসিন্দারা। আতঙ্কে দিন কাটছে নদী-তীরবর্তী বহু পরিবারের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় নদী-ভাঙনের সমস্যা রয়েছে। ভরা কোটালের সময় নদীর জলের চাপ বেড়ে যাওয়ায় বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, বাঁধ ভেঙে গেলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। নোনা জল ঢুকে পড়লে মাছের ভেড়ি, চাষের জমি, বসতবাড়ি এবং এলাকার পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজরদারি শুরু করেছে। এ বিষয়ে হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও জানান, বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে এবং সেচ দফতরকে জানানো হয়েছে। দফতরের পক্ষ থেকে মেরামতির কাজ চলছে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি কাজের অগ্রগতির রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি আরও জটিল হলে দ্রুত বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (ডিজাস্টার টিম) মোতায়েন করা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদীর একেবারে পাড়ে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

**হিঙ্গলগঞ্জ**

## বিজেপির শান্তনু

**(প্রথম পাতার পর)** ধর্ষণ চলতে থাকবে? বারুইপুর-কাণ্ডে ‘অপরাজিতা’র পরিবারকে অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তার পরই মধ্যরাতে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে জলা-জঙ্গলের মধ্যে ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের। সরকারের তৎপরতায় আদৌও খুশি নয় নির্যাতিতার পরিবার। মৃতার মা জানিয়েছেন, এখন এসব করে কী লাভ? যখন পুলিশের কাছে সুরক্ষা চেয়েছিলাম, তখন কী পেয়েছি? সেইসময় পুলিশ পদক্ষেপ নিলে জল এতদূর গড়াত না! পুলিশ চাইলে আগেই সক্রিয় হতে পারত! তখন কিছুই করেনি। তাই পুলিশের উপর আর ভরসা নেই! এখন ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আবার, নির্যাতিতার কাকিমা বলছেন, বলছে নাকি এখানে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব মিথ্যা কথা! মিথ্যা অভিযোগ করে আমজনতাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই এখানে ভয়ে ভয়ে আছে। প্রতিবাদ করেছে বলেই এভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামী দিনে এরকম কিছু হলে তো কেউ আর প্রতিবাদই করবে না!

সিকিমে পর পর দুর্ঘটনা। ডিকচু-রাকডং-তিনটেক (সিকিম) রোডে জেসিবিতে ট্রাকের ধাক্কা। বরাত জোরে রক্ষা। তবে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে



# বিজেপির ব্যর্থতায় ঝুলে ২ চা-বাগানের ভবিষ্যৎ, নিষ্ফলা বৈঠক, কাটল না জট

**সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার :** তৃণমূল সরকারে থাকাকালীন মেটানো হয়েছে একের পর চা-বাগানের সমস্যা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে বৈঠক করে খুলেছে বন্ধ চা-বাগান। কিন্তু বিজেপি চা-বাগানের সমস্যা মেটাতে ব্যর্থ। বৈঠক করেও কোনও সুরাহা বের করতে পারছে না। ঝুলে থাকছে চা-বাগানের ভবিষ্যৎ। বৃহস্পতিবার জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় মধু ও রামঝোরা চা বাগান খোলা নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছিল জেলা প্রশাসন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায় ওই বৈঠক। দু'টি বন্ধ বাগান নিয়ে বৈঠকে মেলেনি সুরাহা।

রামঝোরা বাগান নিয়ে বৈঠকে মালিকদের দেওয়া শর্ত মানেনি ট্রেড ইউনিয়নগুলো। বাগান খোলা নিয়ে রামঝোরা কর্তৃপক্ষ জানায় যে, তারা শ্রমিকদের সপ্তাহে চার দিনের বেশি কাজ দিতে পারবে না। শ্রমিকপক্ষ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি ওই শর্ত না মানায় ভেস্তে যায় বৈঠক। অপর দিকে কালচিনির মধু চা-বাগান খোলা নিয়ে ডাকা বৈঠকে মালিকপক্ষ উপস্থিত না থাকায় মধু চা-বাগানের বৈঠকও ভেস্তে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিন বছর আগে দুর্গাপুজোর বোনাস ও বকেয়া মজুরি নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হয়ে যায় রামঝোরা চা-বাগান। তারপর থেকেই ওই বাগানের প্রায় ১১০০ জন শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। অপরদিকে, গত বছর মে মাসে বকেয়া মজুরি নিয়ে ঝামেলার কারণে মধু বাগানও বন্ধ হয়ে যায়। রাজ্যে চা-বাগান নিয়ে গালভরা প্রতিশ্রুতি ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি, কিন্তু চা-শ্রমিকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ নতুন সরকার। এই ঘটনায় হতাশ চা-শ্রমিক মহল্লা।

## কোচবিহারে জলাশয় থেকে ৩ শিশুর দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

চৌধুরিহাটে মৃত শিশুর শোকার্ত পরিবার।

**সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ :** মর্মান্তিক! কোচবিহারে দু'টি পৃথক জায়গায় বৃহস্পতিবার জলাশয় থেকে উদ্ধার হল তিন শিশুর দেহ। প্রথম ঘটনাটি কোচবিহারের তুফানগঞ্জের দেওচরাইয়ের। বাড়ির উঠোনে খেলতে খেলতে হঠাৎ উধাও শিশু! বাড়ির পাশের জলাশয় থেকে উদ্ধার হল নিথর দেহ। কোচবিহারের তুফানগঞ্জের দেওচরাই গ্রামের ঘটনা। মৃত শিশুর নাম আবুবক্কর সিদ্দিক (২)। পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির উঠোনে খেলছিল। হঠাৎই উধাও হয়ে যায়। সকলে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এর পরই বাড়ির পাশের জলাশয়ে কিছু ভাসতে দেখেন পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয়রা। শিশুকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি কোচবিহারের চৌধুরিহাটের। দুপুরে মায়ের হাতে রান্না করা খিচুড়ি খেয়ে বাড়ির উঠোনে খেলতে নেমেছিল দুই ভাইবোন। তারপর হঠাৎই তারা উধাও। পরিবারের লোকজন ভেবেছিলেন, হয়তো আশপাশের বাড়িতে খেলতে গিয়েছে। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত বাড়ির পিছনের ডোবায় নেমে গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে ঠাকুমার চোখে পড়ে জলের তলায় নিথর পড়ে রয়েছে দুই নাতি-নাতনি। সেই দৃশ্যের অভিঘাতে মুহূর্তেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। মৃত দুই শিশুর নাম নারায়ণ বর্মন (৪) এবং মিহি বর্মন (আড়াই)। তারা দুই ভাইবোন। ঘটনার পরই কোচবিহারের দু'টি জায়গাতেই নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে এই ঘটনাগুলি নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর নেপথ্যে অন্য কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## রাজ্যের একাধিক অনিয়মের বিরুদ্ধে পথে সাধারণ মানুষ, কর্মীরা

### বিদ্যুৎ দফতরের গাফিলতি তড়িতাহত হয়ে যুবকের মৃত্যু

**সংবাদদাতা, মালদহ :** ড্রেন পরিষ্কার করতে নেমেই মর্মান্তিক বিদ্যুৎস্পৃষ্টের শিকার হলেন এক যুবক। মুহূর্তের মধ্যেই নিভে গেল ২৬য় বছরের একটি প্রাণ। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে শোকের পাশাপাশি ক্ষোভও ছড়িয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে গাজোলের তুলসীডাঙ্গা গ্রামে। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ সাহা (২৬)। তিনি একটি মুদিখানা দোকানে কাজ করতেন। পরিবারে রয়েছেন মা, দাদা ও বৌদি। প্রায় দশ বছর আগে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বাড়ির পাশের ড্রেন পরিষ্কার করার সময় অসাবধানতাবশত একটি খোলা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসেন বিশ্বজিৎ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি ড্রেনেই লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। অভিযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য বারবার বিদ্যুৎ দফতরে ফোন করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি।

হাসপাতাল চত্বরেই বিদ্যুৎ দফতরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয়দের।

### চাপে পড়ে বন্ধ ডিম, পুষ্টি নিয়ে চিন্তায় আইসিডিএস কর্মীরা

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি:** ডিমের আকাশছোঁয়া দাম এবং সরকারি বরাদ্দের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের জেরে চরম সংকটে পড়েছেন জলপাইগুড়ির আইসিডিএস কর্মীরা। সরকারি অনুদান ও বর্তমান বাজারের দরের এই বৈষম্যের কারণে ব্যাহত হতে চলেছে শিশুদের ও প্রসূতিদের দৈনন্দিন পুষ্টি পরিষেবা। বর্তমানে খোলা বাজারে প্রতিটি ডিমের দাম দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা। অথচ, সরকারিভাবে প্রতিটি ডিমের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ৬.৫০ টাকা। এর ফলে, প্রতি বেনিফিসিয়ারি-পিছু প্রতিটি ডিমে কর্মীদের ১.৫০ টাকা করে নিজস্ব পকেট থেকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। স্বল্প আয়ের কর্মীদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদে এই বাড়তি আর্থিক বোঝা বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অতিরিক্ত খরচ বহন করতে না পেরে, জলপাইগুড়ি আরবান (সদর) আইসিডিএস প্রজেক্টের অধীনস্থ বেশ কিছু কেন্দ্র আগামী ৮ জুলাই, ২০২৬ থেকে ডিম সরবরাহ বন্ধ রাখার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে।

পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

## বেপরোয়া সরকারি বাসের ধাক্কা

**সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ :** কোথায় ট্রাফিক? লুটেরা বিজেপি সরকার আসতেই সমস্ত নিয়ম লাটে উঠেছে। দ্রুত গতিতে ছুটছে সরকারি বাস। বালায় নেই সিগন্যাল মানারও। আর তাতেই ঘটছে একের পর বিপদ। সজোরে ডাম্পারে ধাক্কা মারল সরকারি বাস। আহত হলেন চালক-সহ একাধিক যাত্রীও। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের রূপাহার সংলগ্ন এলাকায়। ডাম্পারের সাথে এনবিএসটিসি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনায় চালক-সহ আহত একাধিক যাত্রী। আহতদের স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

# বর্ষার জমা জলে পুল পার্টিতে মাতল বাঁদর ছানারা

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

বর্ষার জমা জলেই মনের আনন্দে 'পুল পার্টি' করতে দেখা গেল একদল বাঁদর ছানাকে! জলপাইগুড়ির পাটকাটা সংলগ্ন এলাকায় ধরা পড়া এই দৃশ্য যেন মুহূর্তের জন্য মানুষের সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে পাটকাটা এলাকার নিচু জায়গাগুলোতে হাঁটু সমান জল জমে গিয়েছিল। আর সেই জলই যেন বাঁদর ছানাদের কাছে হয়ে উঠল এক আস্ত বিনোদন পার্ক। মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে বৃষ্টির আমেজ— এই আবহেই একঝাঁক বাঁদর ছানা মেতে উঠল তাদের নিজস্ব জলকেলিতে। ভিডিওতে দেখা যায়, কেউ দিচ্ছে জলের নিচে ডুব, কেউ আবার জল ছিটিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে খুনসুটিতে ব্যস্ত। তাদের এই শিশুসুলভ উচ্ছ্বাস আর নিছক আনন্দ দেখে মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, প্রকৃতির কাছে কোনও পরিস্থিতিই বিপদের নয়, বরং তা উপভোগ করার মতো। পাটকাটা এলাকায় খাবারের সন্ধানে বাঁদরের দল লোকালয়ে চলে আসে, এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এভাবে মানুষের ভোগান্তির জমা জলকে তারা খেলার মাঠে রূপান্তরিত করবে, তা ছিল ভাবনার অতীত। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, প্রকৃতির মাঝে এমন স্বতঃস্ফূর্ত এবং সুন্দর মুহূর্ত সচরাচর দেখা যায় না। এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হতেই তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। নেটিজেনদের মন্তব্যের বন্যা বয়ে গিয়েছে কমেন্ট বক্সে। একজন লিখেছেন, 'প্রকৃতির মাঝে এমন নির্ভেজাল আনন্দ সত্যিই বিরল।' অন্য একজনের মতে, 'বাঁদর ছানাদের এই খুনসুটি দেখে দিনের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।'

বাঁদরদের জলকেলি।

## জাতীয় সড়কে মরণফাঁদ, মৃত ২

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** জাতীয় সড়কে মরণফাঁদ। ময়নাগুড়িতে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। বুধবার গভীর রাতে ধরলা ব্রিজের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মালবাহী গাড়ির চালকের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই, বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় সড়কে পথচারীকে পিষে দিল একটি গাড়ি। এই ঘটনাগুলোতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ময়নাগুড়ি-ধরলা ব্রিজের কাছে একটি মালবাহী চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্য একটি গাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষে গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি দমকল বাহিনী, স্থানীয় থানা ও হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ উদ্ধারকাজে নামে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চালককে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের এই ধরলা ব্রিজের পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই গর্তগুলো জলমগ্ন হয়ে পড়ে, ফলে চালকেরা রাস্তার অবস্থা বুঝতে না পেরে বিপাকে পড়েন। গত এক মাসে এই এলাকায় প্রায় ৬-৭টি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

# ১৫ মৎস্যজীবী-সহ নিখোঁজ ট্রলার

**সংবাদদাতা, শঙ্করপুর :** গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ১৫ জন মৎস্যজীবী-সহ একটি ট্রলার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর উপকূল এলাকায়। উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন ট্রলার মালিক ও নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই ভারতীয় উপকূল রক্ষীবাহিনী, উপকূল থানার পুলিশ এবং মৎস্য দফতর যৌথভাবে অনুসন্ধান শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, নিখোঁজ ট্রলারটির নাম 'মা কালী'। মালিক রামনগর থানার দেউলিবাংলা এলাকার অভিজিৎ বেরা। ২ জুলাই শঙ্করপুর মৎস্যবন্দর থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে রওনা হয় ট্রলারটি। এতদিনে ফিরে আসার কথা থাকলেও সেটি বন্দরে ফেরেনি। ট্রলারে থাকা ১৫ জন মৎস্যজীবীর কারও সঙ্গেই

ফাইল ছবি।

যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। মোবাইল এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। ট্রলারটির সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়ায় প্রথমে সহকর্মী মৎস্যজীবীরা বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে ট্রলার মালিক এবং শঙ্করপুর ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনকে জানানো হয়। এরপর প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তাঁরা। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্বদেশরঞ্জন নায়ক জানান, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে মৎস্য দফতর, স্থানীয় বিধায়ক এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় উপকূল রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে ব্যাপক অনুসন্ধানেরও আবেদন করা হয়েছে, যাতে দ্রুত ট্রলারটির অবস্থান শনাক্ত করা যায়। কাঁথির সহ-মৎস্য অধিকর্তা সুমন সাহা জানান, ট্রলার নিখোঁজের খবর পাওয়ার পরই ভারতীয় উপকূল রক্ষীবাহিনী এবং উপকূল থানার পুলিশকে জানানো হয়েছে। সমুদ্রে সম্ভাব্য বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

## কুলটিতে ধর্ষণ, অভিযুক্তের চারদিনের পুলিশি হেফাজত

**সংবাদদাতা, দুর্গাপুর :** নতুন দল ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের নিরাপত্তা তলানিতে। চারিদিকে ধর্ষণের যেন ধুম পড়ে গিয়েছে। কুলটি থানা এলাকায় এক মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ। আদালতের নির্দেশে

আদালতে তোলা হচ্ছে অভিযুক্তকে।

ধৃতকে চার দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হল। সাঁকতোড়িয়া মসজিদপাড়া এলাকার এক মহিলা কুলটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা হয় আলম নামে এক ব্যক্তির নামে। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নেমে বিনয় দাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দ্রুত অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তাকে আসানসোল আদালতে তোলা হলে বিচারক জিজ্ঞাসাবাদের স্বার্থে চারদিনের পুলিশি হেফাজত দেন।

## বাড়িতে বসেই অন্নপূর্ণা যোজনার সার্ভে! তালা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে

**সংবাদদাতা, পুরুলিয়া :** পুরুলিয়ার বরাবাজার ব্লকের ঝরিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুখাদ্য বিতরণে অনিয়ম এবং অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সার্ভে নিয়ে গুরুতর অভিযোগকে ঘিরে বৃহস্পতিবার সকালে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাকে ঘরের ভিতরে তালাবন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রে নিম্নমানের শিশুখাদ্য দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ডিম দেওয়ার কথা থাকলেও তা কম দেওয়া হচ্ছে। বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও সমাধান না হওয়ায়

এদিন গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

খবর পেয়ে বরাবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তালা খুলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাকে উদ্ধার করে।

সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী কবিতা মাহাতোর দাবি, বিডিও অফিস থেকে ৪০ জনের একটি তালিকা পাঠানো হয়েছিল। সেই তালিকার ভিত্তিতেই তিনি বাড়িতে বসে সার্ভে সম্পন্ন করে রিপোর্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, কোনও সরকারি প্রকল্পের সার্ভে কীভাবে বাড়িতে বসে করা হল?

## রেজিনগরে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে হঠাৎ আগুন-আতঙ্ক

কামরা থেকে বের হচ্ছে ধোঁয়া। আতঙ্কিত যাত্রীরা।

**সংবাদদাতা, রেজিনগর :** মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনে হঠাৎ আগুন! আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যাত্রীদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার সকালে লালগোলা-শিয়ালদহ শাখার রেজিনগর স্টেশনের কাছে। প্রায় ৩০ মিনিট আটকে থাকতে হয় যাত্রীদের। খবর দেওয়া হয় ইঞ্জিনিয়ারদের। যান্ত্রিক ত্রুটি সারিয়ে শিয়ালদহের দিকে রওনা হয় ট্রেনটি। যাত্রীদের দাবি, রেজিনগর স্টেশনে ঢোকার কিছুক্ষণ আগেই হঠাৎ ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যায় একটি কামরা। ট্রেনটি থেমে যায়। প্রাণে বাঁচতে যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে ছোটাছুটি শুরু করেন। চলে আসে রেলপুলিশ। বহরমপুর স্টেশনে প্রায় ২০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর যান্ত্রিক ত্রুটি সারিয়ে ট্রেনটি রওনা হয়। ফের রেজিনগরে কামরায় ধোঁয়া বেরোতে শুরু হলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক কী কারণে আগুন সেটা স্পষ্ট নয় যাত্রীদের কাছে।

## ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত তান্ত্রিক

**সংবাদদাতা, পুরুলিয়া :** পারিবারিক সমস্যার সমাধানে এক তান্ত্রিকের কাছে গিয়েছিলেন এক যুবতী। সেখানে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত তান্ত্রিক সৌমেন গোস্বামীকে গ্রেফতার করেছে বোরো থানার পুলিশ। ঘটনাটি

ধৃত তান্ত্রিক সৌমেন গোস্বামী।

পুরুলিয়ার বোরো থানা এলাকার। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে ১৮ বছরের বেশি বয়সি ওই যুবতী পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তান্ত্রিক সৌমেন গোস্বামীর কাছে যান। সেই সময় একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর যুবতী বিষয়টি বাড়িতে জানালে বুধবার পরিবারের পক্ষ থেকে বোরো থানায় লিখিত অভিযোগ করে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তান্ত্রিককে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া জেলা আদালত অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে।

## মানসকে তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ

**প্রতিবেদন :** পাঁচ লক্ষ টাকায় চাকরি বিক্রির অভিযোগ মামলায় সবং থানায় তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হল মানস ভুঁইয়াকে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি থানা থেকে বের হয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ মানস থানায় পৌঁছন। সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। তাঁর বিরুদ্ধে সেচ দফতরে চাকরি বিক্রির অভিযোগ

উঠেছে। অভিযোগকারী বিকাশ কুমার টুং, সবং বিধানসভার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা। তাঁর দাবি, ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর স্ত্রী মঞ্জু সাহু টুংকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তৎকালীন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়ার মধ্যস্থতায় এবং তৃণমূল নেতা শেখ আবু কালাম বক্স ও ভোলানাথ দের মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হয়। যোগদানের মাত্র দু'মাসের মাথায় গত ৬ মে তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর চাকরি বাতিল করা হয়েছে। এরপরই মানস-সহ তৃণমূলের ২ নেতার বিরুদ্ধে সবং থানায় লিখিত অভিযোগ করেন বিকাশ। মানসের দাবি, অভিযোগ ভিত্তিহীন।

## আড়াই বছরের সৃজন ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে

সনাতন গড়াই • দুর্গাপুর

বয়স মাত্র ২ বছর ৮ মাস। এই বয়সেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধার পরিচয় দিয়ে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-২০২৬-এ নাম উঠেছে পশ্চিম বর্ধমানের সৃজন কুণ্ডুর। পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুর গ্রামের সৃজন ৬টি পোকামাকড়, ৬টি সরীসৃপ, ১৫টি প্রাণী, ১৫টি সবজি, ১৪ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী, ১৮ জন দেবদেবীর বাহন, মানবদেহের ২০টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বলতে পারে, ৩৭টি দেশের জাতীয় পতাকা শনাক্ত করতে পারে। পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজি সপ্তাহের নাম, ১২ মাসের নাম, ১২টি মন্ত্র, হনুমান চল্লিশা আবৃত্তি এবং ভারতের ৮টি জাতীয় প্রতীকের নামও বলতে পারে। সৃজনের এই সাফল্যে আত্মহারা

তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকাবাসী। বাবা সুখেন কুণ্ডু পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার, মা রিম্পা গৃহবধূ। ছোটবেলা থেকেই সৃজনের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। বাড়িতে বা বাইরে কোনও নতুন জিনিস দেখালেই সে খুব সহজে মনে রাখতে পারত। এরপর প্রতিদিনই খেলাধুলার ফাঁকে তাকে নতুন নতুন বিষয় শেখানোর চেষ্টা করা হত। মা একবার ছেলেকে হনুমান চল্লিশা শোনালে দ্রুত সে মুখস্থ করে ফেলে। বাবা ছেলের অসাধারণ প্রতিভা দেখে অনলাইনে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ই-মেইলে সৃজনের বিভিন্ন দক্ষতার ভিডিও পাঠানো হয়। সেগুলি পর্যালোচনা করে কর্তৃপক্ষ সমস্ত বিষয় যাচাই-বাছাইয়ের পর সৃজনকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-২০২৬-এর বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে। ছেলের এই সাফল্যে গর্বিত সুখেন ও রিম্পা। বলেন, ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন। আমরা চাই সে বড় হয়ে একজন ভাল মানুষ হোক এবং সমাজের জন্য কাজ করুক।

## হোল্ডিং সেন্টারে এক বাংলাদেশি মহিলা

**সংবাদদাতা, ভরতপুর :** জাল নথি বানিয়ে ২০ বছর ধরে অবৈধভাবে ভারতে বসবাস! ভরতপুর থানার পুলিশের জালে বাংলাদেশি মহিলা। গোপন সূত্রে মহিলা নিজেকে মহারাষ্ট্রের থানে জেলার বাসিন্দা বলে দাবি করেন। নাম বলেন রিয়া মুজফফর। আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড দেখায়। জেরায় আসল পরিচয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। জানা যায়, বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার কালারোয়া থানার নাঙ্গলঝাড়া গ্রামের বাসিন্দা ওই মহিলা ২০০৬ সালে অবৈধভাবে বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন।

তীর্থে যাওয়ার পথে ট্রাকে মারণ-ধাক্কা গাড়ির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল গাড়ির আরোহী মহিলা ও শিশু-সহ একই পরিবারের ৪ জনের। মধ্যপ্রদেশের উমারিয়া জেলার ঘটনা। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন আরও এক গুরুতর জখম মহিলা



## অমরনাথ যাত্রায় অতন্দ্রপ্রহরী

# জওয়ানের গ্রামের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল যোগী সরকার

**লখনউ :** একেই বলে বিজেপির অমানবিক আধিপত্যবাদ। অমরনাথ যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার জন্য যখন বিনিদ্র রাত জাগছেন

হচ্ছে। সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিওতে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগীর কাছে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন ওই জওয়ান। অভিযুক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্যের কৌশাম্বী জেলার হালাদপুর গ্রামে। খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে ওই জওয়ানের মন্তব্য, আমি দেশের সেবা করছি। কিন্তু নিজের বাড়িই রক্ষা করতে পারছি না। আশ্চর্যের বিষয়, জওয়ানের অভিযোগের বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়াই জানায়নি কর্তৃপক্ষ।

## তীব্র প্রতিবাদ অখিলেশের

ইন্দোটিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশের জওয়ানরা, তখন তাঁদেরই একজনের উত্তরপ্রদেশের গ্রামের পারিবারিক বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, জওয়ানের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারের কাছে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঘুষও দাবি করেছেন সরকারি আধিকারিকরা। অথচ ওই একই এলাকার অন্যান্য বেআইনি নির্মাণের দিকে তাকিয়েও দেখলেন তাঁরা। কয়েকজন অফিসারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়েছেন ওই জওয়ান। ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, শুধুমাত্র আমার পরিবারকেই টার্গেট করা

এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। তাঁর মন্তব্য, পিছড়েবর্গকে হেনস্থা এবং তাঁদের পরিবারকে যন্ত্রণা দেওয়ার আরও এক জ্বলন্ত উদাহরণ। একজন জওয়ানের বাড়ি ভেঙে দিয়ে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের কাছে কোন বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে আধিপত্যবাদী সরকার? বিশেষ করে সেই জওয়ান যখন দেশের সুরক্ষায় নিবেদিত প্রাণ। অখিলেশের দাবি,দোষীদের এখনই বিচারের আওতায় আনতে হবে। করতে হবে কঠোর পদক্ষেপ।

## ৫ বার বিধায়ক হয়েও চরম অবহেলা নিজের কেন্দ্রকে

# বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে বাঁকিপুর

**পাটনা:** বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের মুখে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার সাধারণ মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, পরপর ৫ বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েও নিজের নির্বাচনী এলাকার দিকে তাকিয়েও দেখেননি তিনি। বাঁকিপুর উপনির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী হয়েছেন আরজেডি নেত্রী রেখা কুমারী। নীতীনের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর ক্ষোভ যে যুক্তিসঙ্গত তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, আমারও মনে হয়, নীতিন নবীন বাঁকিপুর এবং সেখানকার বাসিন্দাদের পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন। অবহেলা

ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রেখা কুমারী

করেছেন এলাকার উন্নয়নের বিষয়টা। মানুষের অভাব অভিযোগও তাঁর কাছে উপেক্ষিত। তার বদলে তিনি তাঁর মন্ত্রীর পদ বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এলাকার মানুষের জন্য নয়, তিনি সময় দিতেন তাঁর পার্টির কাজেই।

বাঁকিপুরে জরজীর্ণ রাস্তাঘাট, খোলা-ভাঙা ম্যানহোলই বলে দিচ্ছে বিজেপি কতটা অবহেলা করেছে এলাকাকে। সমাজমাধ্যমে এক ভিডিওবার্তায় রেখা বলেছেন,

আমি বাঁকিপুরের মানুষকে কথা দিচ্ছি, তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরব বিধানসভায়। ইন্ডিয়ার প্রার্থী হিসেবে এলাকার প্রতিটি মানুষের সমর্থন আমার দিকে আছে বলে আমি নিশ্চিত।

লক্ষণীয়, ২০০৬ সাল থেকে টানা ৫ বার এই এলাকা থেকে বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন নীতিন। তাঁকে সম্প্রতি রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে বিজেপি। সেই শূন্য আসনেই উপনির্বাচন সামনের ৩০ জুলাই। কিন্তু বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির বিরুদ্ধে এলাকার মানুষের ক্ষোভের প্রতিফলন নিশ্চিতভাবেই উপনির্বাচনের ফলে ঘটবে বলে মনে করছে বিরোধীরা।

# বাংলার পর অসমে, ৮ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন

**গুয়াহাটি:** বাংলার পরে এবার প্রতিবেশী রাজ্য অসম। সেই একই নৃশংসতা পাশাপাশি দু'টি বিজেপি-শাসিত রাজ্যে। বারুইপুরের মতোই যৌন লালসার শিকার হয়ে খুন হতে হল অসমের শ্রীভূমির ৮ বছরের নাবালিকাকে। ভুলিয়েভালিয়ে ওই নাবালিকাকে কাছের এক জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পরে খুন করে ২২ বছরের এক যুবক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। টায়ার জ্বালিয়ে দফায় দফায় রাস্তা অবরোধ করে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ফেটে পড়ে স্থানীয় মানুষ। অভিযুক্তকে ধরে তারাই তুলে দেয় পুলিশের হাতে। বুধবার সকাল থেকেই নিখোঁজ ছিল ওই নাবালিকা। দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় পরিজনরাই এলাকার মানুষকে নিয়ে নেমে পড়েন তল্লাশি অভিযানে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বাড়ির কাছেই বনে ঘেরা টিলার উপর পাওয়া যায় নাবালিকার নিথর-নিস্পন্দ দেহ। এরপরেই তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে ফাঁড়ি। কিন্তু বারবার খবর দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ আসে অনেক দেরিতে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধর্ষণের পরে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে নির্যাতিতাকে।

# রেলের কামরায় 'হানিমুন-থিম'! এক কর্মীকে সাসপেন্ড করে দায় সারলেন অধিকারিকরা

**নয়াদিল্লি:** আজব শখ! রেলের কেবিনকে সাজিয়ে তোলা হল হানিমুন থিম হিসেবে। প্রথমে নজরেই এল না রেলকর্তৃপক্ষের। যখন বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হল, তখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রেলের আধিকারিকরা। সাসপেন্ড করা হল এক রেলকর্মীকে। রেলের এক ট্রেনের ফার্স্ট এসি কামরাকে আস্ত একটি 'হানিমুন-থিম' স্যুটে সাজানোর ভিডিও এখন তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে এই সাজসজ্জা মোটেও ভালোভাবে নেয়নি রেল কর্তৃপক্ষ। ট্রেনের ভেতর প্রোটোকল লঙ্ঘনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে রেল, পাশাপাশি এক রেলকর্মীকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া

ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ট্রেনের একটি ব্যক্তিগত কেবিন শত শত লাল গোলাপের পাপড়ি, লাল ও সাদা রঙের বেলুন, চমৎকার ফুলের তোড়া এবং বড় বড় অক্ষরে 'আই লাভ ইউ' লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে। সাজসজ্জার বহর দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে এটি কোনও ট্রেনের কামরা, বরং পুরো কেবিনটি একটি বিলাসবহুল হোটেলের মতো দেখাচ্ছিল। ভিডিওটি ভাইরাল হতেই নেটিজেনদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেউ কেউ একে রোম্যান্টিক বললেও, চলন্ত ট্রেনে যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং সরকারি সম্পত্তির অপব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। আয়োজকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ট্রেন নম্বর ১১০০২ নান্দেডগ্রাম এক্সপ্রেসে যাত্রা করা এক নবদম্পতিকে সারপ্রাইজ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ থিম-সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তবে বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষের নজরে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। রেলের নিয়মানুযায়ী, চলন্ত ট্রেনের ভেতর যেকোনও ধরনের দাহ্য পদার্থ বা বেলুন ও প্লাস্টিকের সাজসজ্জা নিরাপত্তার জন্য বড়সড় ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এছাড়াও ট্রেনের কামরার ভেতরে এই ধরনের বাণিজ্যিক বা ব্যক্তিগত সাজসজ্জার কোনও অনুমতি দেওয়া হয় না। কার অনুমতিতে এবং কীভাবে চলন্ত ট্রেনের কামরায় এই বিপুল পরিমাণ সাজসজ্জার সামগ্রী নিয়ে আসা হল, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে রেলওয়ে বিভাগ।

# টানা বৃষ্টিতে দিল্লিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বাড়ি, মৃত্যু ৩ জনের

**নয়াদিল্লি:** রাতভর টানা বৃষ্টিতে রাজধানী দিল্লিতে ভেঙে পড়ল এক নির্মীয়মাণ বাড়ি। প্রাণ হারালেন ৩ জন। গাজিয়াবাদে রাস্তার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৩ বছরের এক শিশুকন্যার। অধিকাংশ রাস্তাই জলের তলায়। দূর থেকে দেখলে মনে হতেই পারে ছোটখাটো নদী। অচল নিকাশি ব্যবস্থা। জমা জলে বিপর্যস্ত সদর বাজার, গ্রেটার কৈলাস, বদরপুর, নাসিরপুর, দ্বারকা, পূর্ব দিল্লি ও নতুন দিল্লি রেলস্টেশন চত্বর। বুধবার রাত থেকে শুরু হয়েছিল অঝোর ধারায় বৃষ্টি। বৃহস্পতিবারও তার বিরাম নেই। এদিকে মহারাষ্ট্রে পাতালগঙ্গা নদীতে ভেসে গেল প্রায় ৩ হাজার রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার। পানভেলের পাতলগঙ্গা এলপিজি বটলিং প্লান্টে জল ঢুকে এই বিভ্রাট বলে জানা গেছে। এদিকে অদ্ভুত ঘটনা সাক্ষী হল কর্নাটক। মাঝরাস্তায় বিকল হয়ে গিয়েছিল একটি সরকারি বাসের দুটি হেডলাইট। অন্ধকারে মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে ৮৪ কিলোমিটার ছুটল সেই বাস।

# দেশ বিদেশ

10 July, 2026 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বন্ধুদের সঙ্গে মন্দিরে যাওয়ার পথে আমেরিকায় গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ভারতীয় পড়ুয়ার। মৃত্যু হয়েছে তাঁর এক বন্ধুরও। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই তরুণীর নাম প্রসন্ন অলতুরি। তিনি নিউ ইয়র্কে পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের লুবিন স্কুল অফ বিজনেসের ছাত্রী ছিলেন

## ইরানের ৯০টি লক্ষ্যে আমেরিকার হামলা, পাল্টা মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাঁটিতে ৮৫ ক্ষেপণাস্ত্র তেহরানের

**ওয়াশিংটন ও তেহরান :** ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলী খামেনেইয়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান চলাকালীন যুদ্ধবিরতি শেষ বলে ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরমধ্যেই বুধবার গভীর রাতে ইরানের ওপর আরও এক দফা বড়সড় বিমান হামলা চালায় মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)। এই হামলায় দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের খুজেস্তান প্রদেশের রাজধানী আহভাজে কয়েকজনের মৃত্যু হয়। গত মঙ্গলবার রাতে ইরানে চালানো মার্কিন হামলার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই যে এই নতুন আক্রমণ, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে সেন্টকম। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মার্কিন বাহিনী ইরানের প্রায় ৯০টি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে সফল হামলা চালিয়েছে। এই হামলাগুলিতে ইরানে নিহতের সংখ্যা মোট ২০। তেহরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, উপকূলীয় নজরদারি সরঞ্জাম, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের গুদাম, নৌ-সক্ষমতা এবং ইরানের উপকূলজুড়ে থাকা সামরিক রসদ অবকাঠামো লক্ষ্যবস্তু ছিল। এর আগে গত মঙ্গলবার রাতেও ইরানের ৮০টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর দাবি করেছিল ওয়াশিংটন। মঙ্গলবারের ওই ঘটনার পরই ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি শেষ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন বাহিনীর এই আকস্মিক ও দফায় দফায় হামলাকে যুদ্ধবিরতির 'গুরুতর লঙ্ঘন' বলে ইতিমধ্যেই আখ্যা দিয়েছে তেহরান। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা 'ইরনা'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে খুজেস্তান প্রদেশের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক উপ-গভর্নর ভালিউল্লাহ হায়াতি জানান, ভোরের দিকে ইজরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জোট আহভাজ শহরের উপকণ্ঠের একটি স্থাপনা লক্ষ্য করে এই হামলা চালায়। বর্তমানে সেখানে উদ্ধার ও চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি কাজ চলছে। স্থানীয় ফারস ও মেহের নিউজ এজেন্সির সূত্র উল্লেখ করে আল-জাজিরা জানিয়েছে, শুধু আহভাজ নয়, ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে উপসাগরীয় উপকূল ঘেঁষে বন্দর আব্বাস, সিরিক এবং বন্দরনগরী চাবাহার-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। মেহের নিউজের দাবি, কোনারাক ও চাবাহারের পাশে তীব্র বিস্ফোরণের পর চাবাহার শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বুশেহর প্রদেশেও বিস্ফোরণের বিকট শব্দ পাওয়া গেছে, যেখানে ইরানের প্রধান পারমাণবিক স্থাপনা অবস্থিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দ্বিতীয় দিনের বিমান হামলার জবাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ইরান। মার্কিন হামলার 'তীব্র প্রতিঘাত' হিসেবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কুয়েত ও বাহরিনে অবস্থিত দুটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইরানের ইসলামি রেভল্যুশনারি গার্ডস কোর (আইআরজিসি)। তাদের দাবি, ওই অঞ্চলের প্রায় ৮৫টি মার্কিন সামরিক লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করা হয়েছে। বাদ যায়নি কাতার ও জর্ডনের মার্কিন ঘাঁটিও। এদিকে বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে এই পাল্টা হামলা চালানো হয় বলে আইআরজিসি-র পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে আইআরজিসি এই আক্রমণকে 'চুক্তিভঙ্গকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক জবাবের প্রথম ধাপ' হিসেবে উল্লেখ করেছে। একই সঙ্গে ওয়াশিংটনকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের এই আগ্রাসন ও হামলা অবিলম্বে বন্ধ না করে তবে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত আমেরিকার অন্য সমস্ত সামরিক ঘাঁটিগুলোতেও ইরানের এই বিধ্বংসী পাল্টা জবাব ছড়িয়ে দেওয়া হবে। সবমিলিয়ে দুই দেশের এই রক্তক্ষয়ী পারস্পরিক সংঘর্ষে মধ্যপ্রাচ্যে ফের পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরুর আশঙ্কা তীব্র হয়েছে।

ইরানে হামলা

কুয়েতে হামলা

### ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি শেষের ঘোষণার পরই তীব্র উত্তেজনা

## ট্রাম্পের জমা রাখা ৫০ লাখ ডলার হস্তান্তরের চূড়ান্ত নির্দেশ বিচারকের

**ওয়াশিংটন:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কলামনিস্ট এলিজাবেথ জ্যঁ ক্যারলের মধ্যেকার বহুল আলোচিত আইনি লড়াইয়ে বড় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। ট্রাম্পের সব আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে মামলার ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁর জমা রাখা ৫০ লাখের বেশি ডলার অবিলম্বে ক্যারলকে হস্তান্তরের আদেশ দিয়েছেন নিউইয়র্কের ফেডারেল বিচারক লুই কাপলান। এই আদেশের ফলে ট্রাম্পের এই অর্থ পরিশোধ পিছিয়ে দেওয়ার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হল।

প্রসঙ্গত, এই মামলা দীর্ঘ তিন দশকের পুরোনো। বিভিন্ন সাময়িকীর প্রাক্তন কলামনিস্ট জ্যঁ ক্যারলের অভিযোগ, ১৯৯৬ সালে নিউইয়র্কের একটি বিলাসবহুল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চেঞ্জিং রুমে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে যৌন নিপীড়ন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ২০১৯ সালে ক্যারল বিষয়টি প্রকাশ্যে আনলে ট্রাম্প এটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানানো গল্প বলে উড়িয়ে দেন। ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের পর তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন ক্যারল। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২০২৩ সালের মে মাসে আদালতের একটি জুরিবোর্ড ক্যারলের যৌন নিপীড়ন ও মানহানির মামলায় ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণের রায় দিয়েছিলেন। জুরিবোর্ডের সেই রায়ের পর থেকেই ট্রাম্প নিজেকে নির্দোষ দাবি করে উচ্চ আদালতে আপিল করে আসছিলেন এবং সম্প্রতি বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। এদিকে আদালতের এই নতুন আদেশ এমন এক সময়ে এল, যখন ট্রাম্পের আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টের দোহাই দিয়ে এই অর্থ আটকে রাখার আবেদন করেছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল, সুপ্রিম কোর্টে ট্রাম্পের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ঝুলে থাকা পর্যন্ত যেন ক্যারলকে কোনও অর্থ না দেওয়া হয়। তবে বিচারক কাপলান সেই যুক্তি কানে তোলেননি। অবশ্য ট্রাম্পের আইনজীবীরা বলেছেন, তাঁরা এই আদেশের বিরুদ্ধে আবার উচ্চ আদালতে আপিল করবেন। এর আগে ট্রাম্পের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে পর্যন্ত এই অর্থ আটকে রাখলে ক্যারলের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু প্রেসিডেন্টের জন্য তা অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবে।

ট্রাম্পের আইনজীবীরা আদালতের লিখিত আবেদনে বলেন, এখনই ক্যারলকে অর্থ দেওয়া হলে পরে ট্রাম্প আপিলে জিতলেও সেই অর্থ আর ফেরত পাওয়া যাবে না। কারণ, ক্যারল নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন, এই অর্থ তিনি বিভিন্ন সংস্থায় দান করে দেবেন। একবার এই অর্থ তৃতীয় পক্ষের হাতে চলে গেলে তা আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আইনজীবীরা আরও দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায় আসার আগে অর্থ আটকে রাখলে ক্যারলের কোনও ক্ষতি হবে না। কারণ, দেরি হওয়ার কারণে যে ক্ষতি হবে, তা পরবর্তী সময়ে সুদের মাধ্যমেই মিটিয়ে দেওয়া যাবে। গত সপ্তাহে ফেডারেল আদালতের রায় বাতিল করতে ট্রাম্পের করা আপিল খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এর পরপরই ক্যারলের আইনজীবীরা নিম্ন আদালতের বিচারকের কাছে ট্রাম্পের জমা দেওয়া টাকা ছাড় করার অনুরোধ জানান। এই খবর পেয়ে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি করে সুপ্রিম কোর্টে আবার একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জ্যঁ ক্যারলের করা দুটি মামলার মধ্যে এটি ছিল প্রথমটি। ২০২২ সালে করা দ্বিতীয় মানহানির মামলায় জুরিবোর্ড ট্রাম্পকে আরও ৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার জরিমানা করেছিল। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ওই রায়ের বিরুদ্ধেও তিনি চলতি মাসের শেষ নাগাদ সুপ্রিম কোর্টে আপিল করবেন। এদিকে ট্রাম্প শিবিরের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পাশেই আছেন। ডেমোক্র্যাটদের পয়সায় ক্যারল যে বানানো নাটক সাজিয়েছেন, তার অবসান হওয়া দরকার। এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধের দাবি জানাচ্ছি আমরা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এসব আইনি চাপ রুখে দেবেন এবং দেশকে আবার মহান করার মিশনে মনোযোগ দেবেন।

## খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে শোকার্ত মানুষের মহাসমুদ্র

ইরাকের কারবালায় শোকার্ত মানুষের মহাসমুদ্রে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে প্রয়াত ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেইয়ের মরদেহবাহী কফিনকে। লক্ষ লক্ষ শোকাহত মানুষ ধর্মীয় শোকানুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কফিন ঘিরে প্রার্থনা, শোক প্রকাশ এবং শেষ বিদায় জানান। নিরাপত্তার কড়া বেষ্টনীর মধ্যেও জনতার আবেগ ছিল চোখে পড়ার মতো। ইরান ও ইরাকের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রতীক হয়ে ওঠা এই শোকযাত্রায় বিভিন্ন দেশের শিয়া ধর্মাবলম্বীরাও অংশ নেন। কারবালার ঐতিহাসিক ইমাম হুসেইন মাজার প্রাঙ্গণ শোক, প্রার্থনা ও শ্রদ্ধায় মুখর হয়ে ওঠে এই বিদায় অনুষ্ঠানে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যমজ দুই বোনের কাহিনি নিয়ে আসছে পরিচালক নচিকেত সামন্তের ক্রাইম থ্রিলার ‘বেবি ডু ডাই ডু’। এই ছবির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন হুমা কুরেশি

# ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল

বহু প্রতীক্ষিত ‘ওয়েলকাম’ ফ্রাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবি কমেডি ড্রামা ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ মুক্তি পেয়েছে। মাত্র দশদিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী এই ছবির আয় ছাড়িয়ে গেছে ১৭৫ কোটির ঘর। এত কম সময়ে বক্স অফিসে ছবির এই সাফল্য এখন সবচেয়ে চর্চিত বিষয়। এই ছবির পরিচালক আহমেদ খান। ৩০ জনের বেশি তারকা রয়েছেন এই ছবিতে। লিখলেন

**শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল কমেডি ড্রামা ‘ওয়েলকাম’। মুক্তির পর থেকেই ব্যাপক সাফল্য পায় ছবিটি। এরপর ২০১৫ সালে মুক্তি পায় এর সিক্যুইল ‘ওয়েলকাম ব্যাক’। এর প্রায় এক দশক পর তিন নম্বর কিস্তি নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হলেন এই ছবির নির্মাতারা যার নাম ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’। প্রথম ছবি দুটিরই পরিচালনা করেছিলেন আনিস বাজমি এবং তৃতীয়টি আহমেদ খান। ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ওয়েলকাম’ ছবিটির রচয়িতা এবং চিত্রনাট্যকারও ছিলেন পরিচালক আনিস বাজমি। ওই ছবির মুখ্যভূমিকায় ছিলেন অক্ষয়কুমার, ক্যাটরিনা কাইফ, নানা পাটেকর, অনিল কাপুর, পরেশ রাওয়াল প্রমুখ। ছবিটি ওই সময় বলিউডের অন্যতম সেরা আইকনিক কমেডি মুভি হিসেবে সাফল্য পেয়েছিল। তখন বিশ্ব জুড়ে এই ছবি আয় করে ১১৯ কোটির বেশি। ছবির অভাবনীয় সাফল্যের পর ‘ওয়েলকাম ব্যাক’ নামে এর সিক্যুয়েল তৈরি হয় এই ছবিটিও ছিল হাস্যরস ও দুর্দান্ত অ্যাকশনে ভরপুর তবে প্রথমটার মতো ততটা বলিষ্ঠ প্লট দিতে পারেনি পরিচালক। তবে এবার এই দুই ছবির তৃতীয় ফ্রাঞ্চাইজি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ কিন্তু বিপুল সাড়া ফেলেছে।

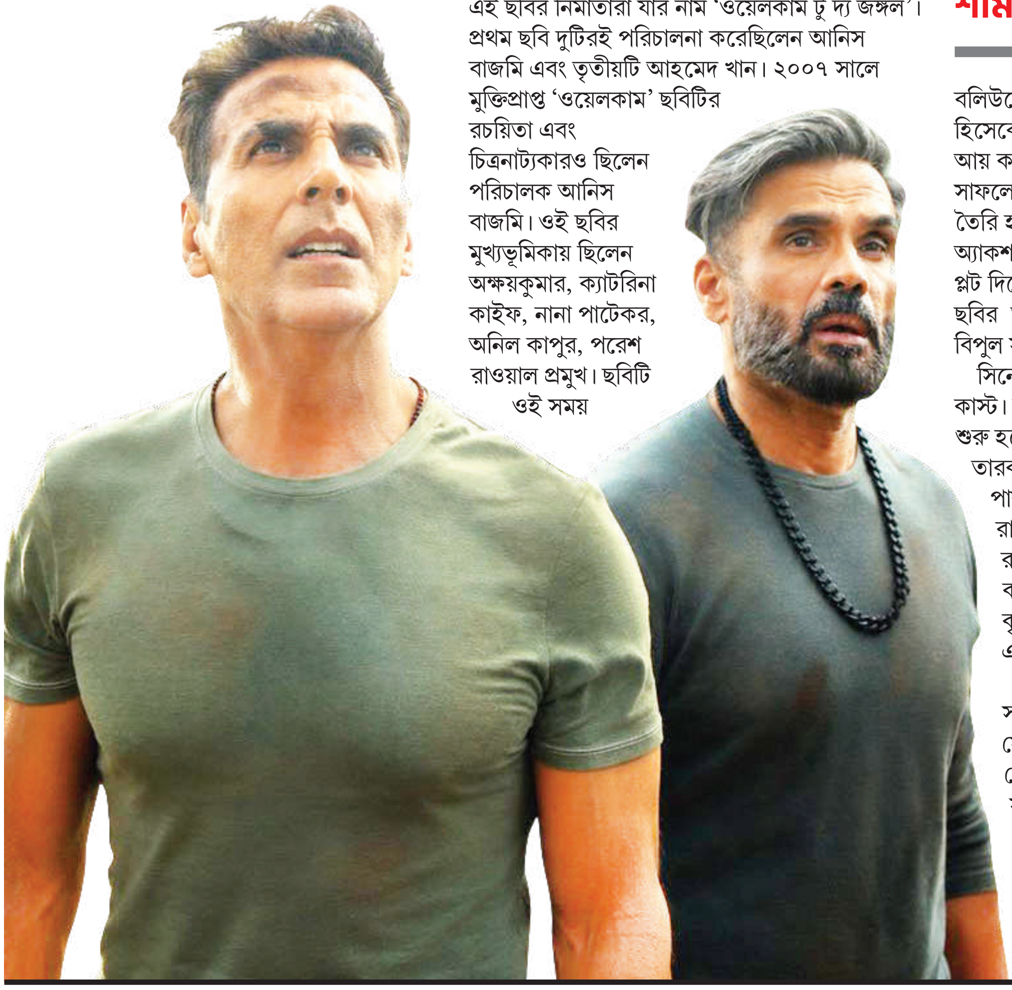

সিনেমাটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এর সুবিশাল স্টার কাস্ট। ইদানীং মাল্টিস্টারার ছবি তৈরির একটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। এই ছবিও তার ব্যতিক্রম নয়।

তারকাবহুল এই ছবিতে মূল চরিত্রে অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সুনীল শেঠি, পরেশ রাওয়াল, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, দিশা পাটানি, রবিনা ট্যান্ডন, লারা দত্ত, আরশাদ ওয়ার্সি, তুষার কাপুর, শ্রেয়াস তালপাড়ে, আফতাব শিবদাসানি কৃষ্ণা অভিষেক, কিকু শারদা, মুকেশ তিওয়ারি এবং জ্যাকি শ্রফ-সহ আরও অনেকে।

শুধু তারকাবহুল কাস্টই নয়, সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় কমেডি প্রযোজনা এই ছবি। যে ছবির শ্যুটিং ইউনিটে ব্যবহৃত হয়েছে ৫০টির বেশি ভ্যানিটি ভ্যান এবং ২৫০টিরও বেশি গাড়ি। সমালোচকদের তরফে সিনেমাটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও দর্শক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে এই ছবি।

ছবির গল্প এক ধনকুবেরকে নিয়ে। তাঁর দু হাজার কোটি কালো টাকা আয়কর বিভাগের নজরদারিতে। সেই বেআইনি টাকার হদিশ যাতে আয়কর দফতর না পায় সেই কারণে সেই ধনকুবের ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত সচিব দুবে তাঁকে পরামর্শ দেয় একটা ফ্লপ ছবি তৈরি করতে যাতে সেই টাকা সাদা করে ফেলা যায়। এতে সেই কালো টাকা বেঁচে যাবে এবং তিনিও আইনের আওতায় পড়বেন না। যেমন ভাবা তেমন কাজ শুরু। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেব এবং দাস নামের দুই ব্যর্থ অনামী সিনেমা পরিচালককে খুঁজে বের করে কাজে লাগান তাঁরা। ছবির জন্য একজন ফ্লপ হিরোকেও নিয়ে আসেন এবং সঙ্গে জুটিয়ে ফেলেন আরও বেশকিছু স্বল্প-পরিচয়হীন অদ্ভুত ধরনের অভিনেতাদের। ঠিক করেন এমন একজন ক্যামেরাম্যানকে যিনি চোখে আবছা দেখেন! উদ্দেশ্য একটাই এই ছবিটার মাধ্যমে আয়কর দফতরের চোখে ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। এর মধ্যেই একদিন ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্সের রেড পড়ে এবং তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এই ছবিটা ছাড়া তাঁর কাছে সম্বল বলতে আর কিছুই থাকে না। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী তাঁর ছবির দুই পরিচালককে নির্দেশ দেন যে একদিনের মধ্যে ছবির শ্যুটিং সম্পূর্ণ করতে হবে। সেই ছবি শেষ করতে গোটা শ্যুটিং টিম আজাদগঞ্জ নামের একটি গ্রামে পৌঁছয়। সেই গ্রামের লোকজন তাঁদের দেখে ভারতীয় সেনা ভেবে বসে! এরা জানতে পারে সেই গ্রামবাসীরা দীর্ঘদিনের অত্যাচারিত। এরপর কী হয় ছবিতে? কার অত্যাচারে গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ? কেনই একটা শ্যুটিং ইউনিটকে দেখে তারা ভারতীয় সেনা ভেবে বসল? কীভাবে গ্রামবাসীদের সাহায্য করবে শ্যুটিংয়ের দল? শেষ পর্যন্ত কী হয় ছবির ক্লাইম্যাক্স?

২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটের ভরপুর বিনোদনমূলক একটি ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’। ছবির দ্বিতীয়ার্ধে একটু সিরিয়াস বিষয় থাকলেও গোটা ছবিটাই যেন দর্শকমহলকে এক অদ্ভুত মজাদার পরিবেশে আটকে রাখে। ফ্লপ ফিল্ম মেকার চরিত্রে পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদবের অভিনয় অনবদ্য। তাঁদের সঙ্গী ক্যামেরাম্যান ‘নয়নসুখ’ ওরফে অভিনেতা শ্রেয়স তলপড়ে যিনি প্রায় দৃষ্টিহীন সেই চরিত্রে দারুণ অভিনয় করেছেন। ফ্লপ নায়কের চরিত্রে অক্ষয়কুমার ছাপিয়ে গেছেন। দুবে চরিত্রে জনি লিভারকে নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। ওঁর কমেডি টাইমিং অসাধারণ। নেগেটিভ চরিত্রে সুনীল শেট্টি আরশাদ ওয়ার্সির যুগলবন্দি বেশ উপভোগ্য। ভিলেন হিসেবে জ্যাকি শ্রফকে দেখলেও চমক লাগবে। সঙ্গে রয়েছে অনাবিল হাস্যরস। ঝরঝরে সংলাপ ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। এ ছাড়া রবিনা ট্যান্ডন, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, দিশা পাটানি, লারা দত্ত— সবাই যথাযথ। ছবির ক্লাইম্যাক্সে রয়েছে চমক। মুক্তির ১০ দিনে শুধু ভারতে ছবিটির আয় ছাড়িয়ে গেছে প্রায় ১৪০ কোটির ঘর। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালা।

মাঠে ময়দানে
10 July, 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# ছবিতে বিশ্বকাপ

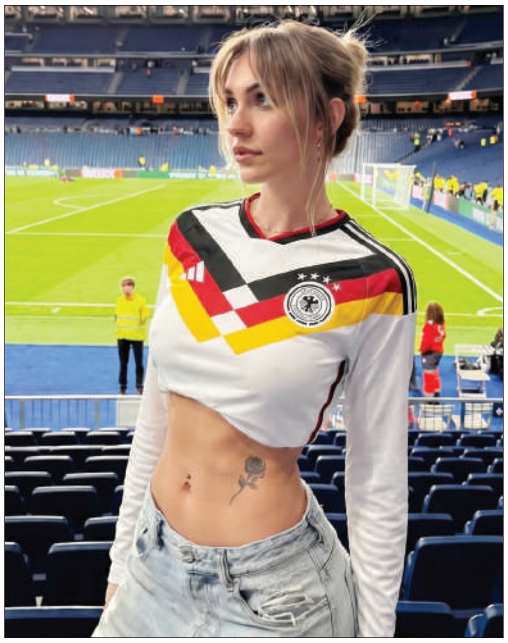

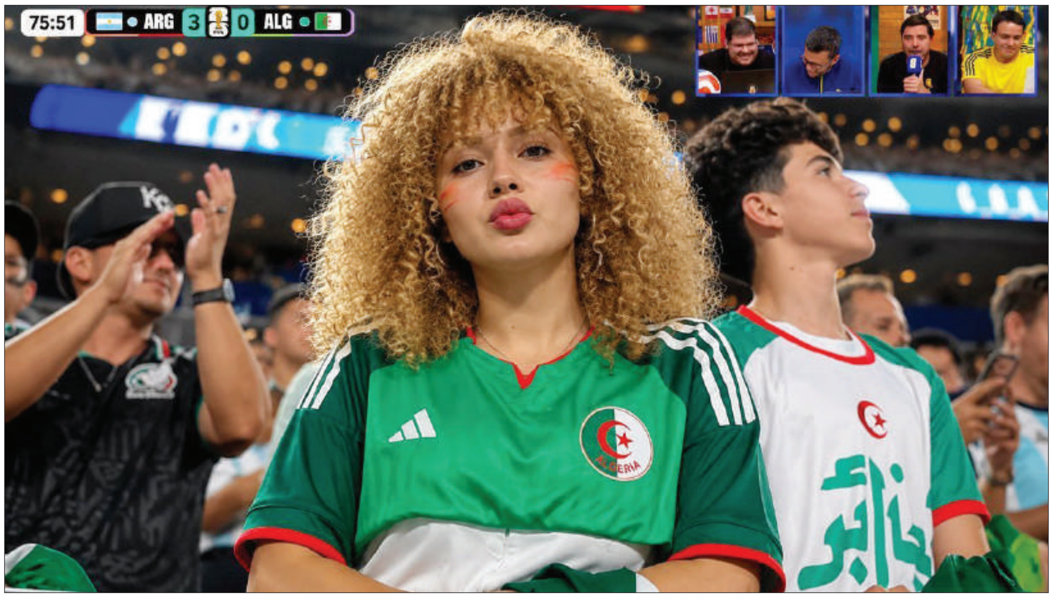

২০৩০ সাল পর্যন্ত মিশরের কোচের দায়িত্বে থাকছেন হোসাম হাসান

# ১৪২ বছরে লর্ডসে আজ মহিলাদের প্রথম টেস্ট

**ভারত-ইংল্যান্ড**

**লন্ডন, ৯ জুলাই :** মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) বা লর্ডসের প্যাভিলিয়নে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তিন দশক কাটল না, শুক্রবার সেই মাঠে প্রথম টেস্ট ম্যাচে টস করতে নামবেন ন্যাট শিভার-ব্রান্ট ও হরমনপ্রীত কৌর। ক্রিকেটের হেড কোয়ার্টারে দুই অধিনায়ক টস করতে আসবেন আইকনিক লর্ডস প্যাভিলিয়ন থেকেই।

১৪২ বছর আগে লর্ডসে পুরুষদের প্রথম টেস্ট হয়েছিল। ইংল্যান্ডের মহিলা দল ১৯৩৭ সাল থেকে টেস্ট ক্রিকেটে অংশ নিচ্ছে। দেশের ১৯টি ভেনুতে ৫৫টি টেস্ট খেলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু লর্ডসে খেলা হয়নি। এইবার ২০তম টেস্ট ভেনুতে বল পড়তে চলেছে। তথ্য বলছে ইংল্যান্ড মহিলা দল ঘরের মাঠে শেষ টেস্ট খেলেছে ট্রেন্ট ব্রিজে ২০২৩-এ। আর সেটা টেস্টেই। পুরুষদের টেস্টের সঙ্গে মহিলাদের টেস্টের তফাত হল চারদিনের খেলা আর দিনে অন্তত ১০০ ওভার বল করার বাধ্যকতা। আজ প্রথম টেস্ট উপলক্ষে ৫০ জন প্রাক্তন ক্রিকেটার পাঁচ মিনিট ধরে লর্ডসের বিখ্যাত ঘণ্টা বাজাবেন।

ভারতীয় কোচ অমল মুজুমদার দলকে টি ২০ বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ভুলে বাস্তবে থাকতে বলেছেন। তাঁরা প্রথম দল হিসাবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে লর্ডসে টেস্ট খেলার সুযোগ পাওয়ায় ভারতীয় কোচ গর্বিত। তাঁর বক্তব্য হল, সব ক্রিকেটারের কাছে সাদা পোশাকে লাল বলে লর্ডসে খেলা স্বপ্ন। যা এবার পূরণ হতে চলেছে। স্মৃতিরা শেষ টেস্ট খেলেছেন চার মাস আগে। চোটের জন্য ঐতিহাসিক লর্ডস টেস্টে খেলা হবে না প্রতীকা রাওয়ালের। তাঁর বদলে খেলবেন প্রিয়া পুনিয়া।

# প্রস্তুতি শুরু রোহিতের

**লন্ডন, ৯ জুলাই :** ইংল্যান্ডের সঙ্গে একদিনের সিরিজ শুরু হবে ১৪ জুলাই। কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক আগেই ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছেন রোহিত শর্মা। এমনকী তিনি প্র্যাকটিসও শুরু করেছেন স্থানীয় ক্লাবে। ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলতে চান প্রাক্তন অধিনায়ক। কিন্তু তাঁর ফিটনেস ও পারফরম্যান্স নিয়ে প্রাক্তনদের অনেকেই এখনও সন্দিহান। এই অবস্থায় প্রস্তুতিতে যাতে কোনও ফাঁক না থাকে তাই অনেক আগে ইংল্যান্ডে পা রেখেছেন তিনি। এক বন্ধু ও স্থানীয় নেট বোলারদের নিয়ে রোহিত প্রথমে স্লু ক্রিকেট ক্লাবের নেটে প্র্যাকটিস করেছেন। তারপর সেখান থেকে চলে যান সোয়ানকম্ব ক্রিকেট ক্লাবে। স্থানীয় বোলারদের সঙ্গে রোহিত যে ছবি তুলেছেন তা সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছে। আপাতত রোহিতের পরিকল্পনা হল ইংল্যান্ডের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে বার্মিংহামে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ হবে সেখানেই। শেষবার রোহিত একদিনের সিরিজে খেলেছেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। চোটের জন্য বিরাট কোহলি না খেললেও রোহিত তিন ম্যাচে করেন যথাক্রমে ১৬, ৪৮ ও ৭৯। ইংল্যান্ডে এ-যাবৎ ২৭টি একদিনের ম্যাচ খেলে তিনি করেছেন ১৪২৮ রান। তবে চার বছর পর রোহিত ইংল্যান্ডে একদিনের ম্যাচ খেলবেন। শেষবার তিনটি ম্যাচ খেলে করেছিলেন ৭৬ নট আউট, ০ ও ১৭।

# দুরন্ত জয় ছিনিয়ে ফাইনালে মুচোভা

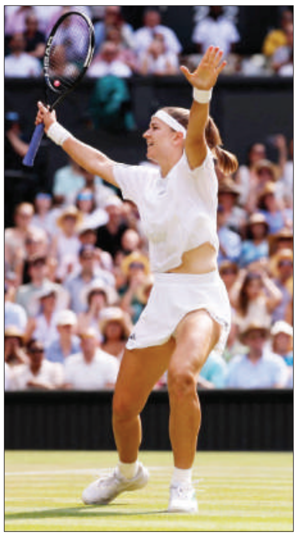

**লন্ডন, ৯ জুলাই :** কোকো গফের স্বপ্নের দৌড় থামিয়ে প্রথমবার উইম্বলডনের ফাইনালে ক্যারোলিনা মুচোভা। বৃহস্পতিবার সেন্টার কোর্টে আয়োজিত সেমিফাইনালে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর, ৬-২, ১-৬, ৭-৬ (১২/১০) সেটে জয় ছিনিয়ে নেন মুচোভা। তিন সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচ গড়িয়েছিল আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময়। ম্যারাথন টেনিস-যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেন ২৯ বছর বয়সি চেক প্রজাতন্ত্রের খেলোয়াড়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনও গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠলেন মুচোভা।

এর আগে ২০২৩ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। যদিও ইগা সুইয়াটেকের কাছে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। মুচোভার সামনে এবার কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব জয়ের সুবর্ণ সুযোগ। এদিন প্রথম সেট সহজেই জিতেছিলেন মুচোভা। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে তাঁকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে ম্যাচ ১-১ করে ফেলেন গফ। নির্ণায়ক তৃতীয় সেটের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে। সেখানেও ম্যাচের ভাগ্য পেন্ডুলামের মতোই একদিক থেকে অন্যদিকে দুলেছে। শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে জয় ছিনিয়ে নেন মুচোভা।

# সৌরভকে শুভেচ্ছা

**মুম্বই, ৯ জুলাই :** আইসিসি-র হল অফ ফেমে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সৌরভকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিলেন শচীন তেন্ডুলকর। সোশ্যাল মিডিয়াতে শচীন লিখেছেন, সেই ১৪ বছর বয়স থেকেই আমরা একে অন্যকে চিনি। তাই আমাদের মধ্যে আর কোনও সারপ্রাইজ অবশিষ্ট নেই। এই খবরটাও আমার জন্য কোনও সারপ্রাইজ নয়। অভিনন্দন সৌরভ। তোমাকে আইসিসি হল অফ ফেমে দেখে আমি দারুণ খুশি। পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়ে শচীনের পোস্টে সৌরভ লিখেছেন, ধন্যবাদ চ্যাম্পিয়ন। তোমার সঙ্গে একই তালিকায় থাকা আমার কাছে বড় তৃপ্তির। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন যুবরাজ সিংও। লিখেছেন, আইসিসি হল অফ ফেমে জায়গা করে নেওয়ার জন্য অভিনন্দন দাদা। এটা তোমার প্রাপ্য ছিল। তুমি দল গড়ে তোলার সঙ্গে প্রজন্মের ক্রিকেটারদের মনে বিশ্বাসেরও জন্ম দিয়েছিলে। তোমার নেতৃত্বে খেলার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ।

# শ্রেয়সের হাফ সেঞ্চুরি ব্রিস্টলে লড়ছে ভারত

ছয় মারছেন শ্রেয়স। বৃহস্পতিবার ব্রিস্টলে।

**ব্রিস্টল, ৯ জুলাই :** সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে দুরন্ত ব্যাটিং শ্রেয়স আইয়ারের। বৃহস্পতিবার ব্রিস্টলে চাপের মুখে অপরাজিত ৮০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দিলেন ভারত অধিনায়ক। শ্রেয়সের ৪৯ বলের ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ৫টি বিশাল ছয়। তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে, প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৮ রান তুলেছে ভারত।

এই ম্যাচেও হতাশ করলেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৫ রান করে আউট হয় সে। বৈভবের ১০ বলের ইনিংসে ছিল ১টি করে চার ও ৬। ব্যর্থ অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিশানও। অভিষেক প্যাভিলিয়নে ফেরেন ১৪ বলে ১৬ রান করে। ঈশানের অবদান মাত্র ৪ রান। ওই পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলার জন্য লড়ছিলেন শ্রেয়স ও শিবম দুবে। কিন্তু ৪৩ বলে ৫৩ রান যোগ করার পর ছয় মারতে গিয়ে নিজের উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসেন শিবম। তিনি ২৩ বলে ২২ রান করেন। রানের গতি বাড়াতে গিয়ে আউট হন তিলক ভার্মাও (৮ বলে ১১)। এদিকে, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন হর্ষিত রানা ও বরুণ চক্রবর্তী। এই ম্যাচে তাঁদের বদলে দলে এসেছেন প্রসিধ কৃষ্ণ এবং ওয়াশিংটন সুন্দর।

# নেই সঞ্জু

**তিরুবনন্তপুরম, ৯ জুলাই :** কেরালা ক্রিকেট লিগ (কসিএল) থেকে সরে গেলেন সঞ্জু স্যামসন। আয়ারল্যান্ডে রান না পাওয়ার পর ইংল্যান্ড সফরে দলে জায়গা হচ্ছে না তাঁর। বাদ পড়েছেন জিম্বাবোয়ে সফর থেকেও। এই অবস্থায় তিনি কেরালা ক্রিকেট লিগের নিলাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এর আগে তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি কোচি ব্লু টাইগার্স তাঁকে রিলিজ করে দিয়েছিল। গত মরশুমে সঞ্জুকে দেওয়া হয়েছিল ২৬.৮০ লাখ। যা দলের মোট বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি। কিন্তু এবার তিনি লিগ থেকে সরে যাওয়ায় চূড়ান্ত হতাশ ক্রিকেট ফ্যানেরা।

# ইস্টবেঙ্গলে রামিরেজ, বাগানে ডুরান্ডের প্রস্তুতি

**প্রতিবেদন:** ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে মোহনবাগানের ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতিতে নামার দিনই বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল নতুন বিদেশি ফুটবলারের নাম ঘোষণা করল। স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার দানি রামিরেজকে এক বছরের চুক্তিতে দলে নিল আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা।

গত মরশুমে পাঞ্জাব এফসি-র হয়ে আইএসএলে নজরকাড়া পারফরম্যান্স ছিল রামিরেজের। নতুন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের পরামর্শেই স্প্যানিশ মিডিওকে সই করিয়েছে ক্লাব। দলে নেওয়া হল কাশ্মীরি মিডফিল্ডার দানিশ ফারুককেও।

মোহনবাগান এদিন ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু করল। ক্লাব মাঠেই কোচ বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করেন ফুটবলাররা। আপুইয়া কিছুক্ষণ দলের সঙ্গে গা ঘামিয়ে উঠে যান। বাকিরা পুরোদমে অনুশীলন করেন। নতুন সই করা জাতীয় দলের তারকা ডিফেন্ডার রাহুল ভেকে প্রথম দিনেই অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। একমাত্র সাহাল আব্দুল সামাদ অনুপস্থিত ছিলেন। এখনও কলকাতা লিগ শুরু না হওয়ায় অসন্তুষ্ট কোচ বাস্তব রায়। তিনি বলেন, ৪০ দিনের উপর অনুশীলন করছি। এখনও ঘরোয়া লিগ শুরু হল না। এই পরিস্থিতিতে ছেলেদের মোটিভেট করা কঠিন। যারা পরে অনুশীলন শুরু করেছে তারা সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। পরোক্ষে বাগান কোচের নিশানায় ইস্টবেঙ্গল।

মোহনবাগান আইএফএকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, দ্রুত কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ শুরু করার জন্য। ডুরান্ডের ম্যাচের সঙ্গে লিগের খেলার ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধান রাখার পরামর্শও দিয়েছে ক্লাব। আইএফএ জানিয়েছে, ১২ জুলাই সম্ভবত লিগ শুরু হবে। শুক্রবার বৈঠকে হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এদিকে, বারুইপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ঝামেলায় জড়িয়ে নৃশংসভাবে খুন হন কিশোর ফুটবলার প্রসেনজিৎ। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত তার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান।

মাঠে ময়দানে
10 July, 2026 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চোখে জল নিয়ে শাপুর জাদরানের শেষ যাত্রায় রশিদ খান, মহম্মদ নবি

# হালান্ডদের হোটেল সমস্যা, চাপে কেনরাও

**মায়ামি, ৯ জুলাই :** শনিবার রাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামার আগে মাঠের বাইরের সমস্যায় জর্জরিত নরওয়ে। বিঘ্নিত হচ্ছে প্রস্তুতি। দীর্ঘ বিমানযাত্রা, আবহাওয়ার কারণে দলের সদস্যদের ক্লান্তি, অসুস্থতার বিষয়টি সামনে এসেছিল। এবার অস্বাস্থ্যকর এবং অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির কারণে মায়ামিতে হোটেলে ওঠার মাত্র এক রাতের মধ্যেই অন্য আস্তানায় সরে যেতে হয়েছে আর্লিং হালান্ডদের।

নরওয়ের ফুটবলাররা মায়ামিতে পৌঁছনোর পর স্থানীয় দ্য দলমার হোটেলে ওঠেন। কিন্তু ফুটবলারদের ফোর্ট লডারডেলের হোটেল ছাড়তে হল মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে। অপরিচ্ছন্নতা, হোটেলের পাশেই নির্মাণের কাজ চলায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটার মতো নানা কারণে আস্তানা বদলাতে বাধ্য হলেন হালান্ডরা।

নরওয়ের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হোটেলটি একটি ব্যস্ত সড়কের পাশে অবস্থিত। পাশেই চলছিল একটি বহুতল নির্মাণের কাজ। সেই শব্দে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে ফুটবলারদের। কয়েকটি ঘরে ধূমপানের দুর্গন্ধ, ছত্রাকের উপস্থিতিও ছিল। তবে দ্রুত হোটেল বদলে মানিয়ে নিয়েছেন ফুটবলাররা। ফিফাও সাহায্য করেছে বলে জানিয়েছেন নরওয়ে দলের লজিস্টিক্স ম্যানেজার।

প্রতিপক্ষের সমস্যার মধ্যে ইংল্যান্ডও স্বস্তিতে নেই।

ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিসে বাঁদিকে কেন। ডানদিকে, সমস্যার মধ্যেই প্রস্তুতি হালান্ডদের।

ফিটনেস সমস্যায় বুধবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি ডেকলান রাইস, মার্ক গেহি এবং রিস জেমস। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখায় নরওয়ের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না রাইট ব্যাক জারেল কোয়ানসা। হ্যারি কেন, বেলিংহ্যাম, নিকো ও গেহি নরওয়ের বিরুদ্ধে আর একটা কার্ড দেখলে সেমিফাইনাল খেলতে পারবেন না। তাই দল গড়তে অনেক ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে কোচ টমাস টুহেলকে। তার উপর মায়ামির ৪০ ডিগ্রির উপর গরমও ভাবাচ্ছে ইংল্যান্ডকে।

# দুই শব্দে ধোঁয়াশা ছড়ালেন রোনাল্ডো

**লিসবন, ৯ জুলাই :** মাত্র দুটো শব্দ। তাতেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নিয়ে নতুন জল্পনা। তিনি কি এবার পর্তুগালের জার্সি চিরকালের জন্য তুলে রাখবেন? নাকি একচল্লিশের রোনাল্ডো দেশের হয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন? অন্তত ইউরো কাপ পর্যন্ত।

সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্টে দুটি ছবি দিয়েছেন সিআর সেভেন। একটি হল পর্তুগালের জার্সি গায়ে দাঁড়িয়ে। অন্যটি পর্তুগাল দলের সঙ্গে হাডল করার মুহূর্ত। এর সঙ্গে তিনি লিখেছেন, পর্তুগাল সেমপ্রে। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, চিরকালের জন্য পর্তুগাল।

দুই শব্দের এহেন পোস্ট ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে। তাহলে কি দেশের হয়ে আর নয়? বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের পর বোন কাটিয়া বলেছিলেন, আর কখনও পর্তুগাল জার্সিতে রোনাল্ডো খেলবেন না। কিন্তু রোনাল্ডো সেই জল্পনা নস্যাৎ করে বলে দেন, তিনি এখনও অতদূর ভাবেননি।

কী বলেছিলেন রোনাল্ডো? এটাই যে, আমি বিশ্বকাপে আর কখনও খেলব না। কিন্তু তারপর আর কিছু

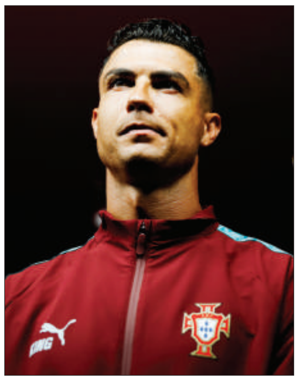

ভাবিনি। পরিবারের সঙ্গে কথা বলব। দেখি কী হয়। এখনই কিছু বলব না। তবে ক্লাব ফুটবল যে তিনি চালিয়ে যাবেন সেটা মোটামুটি পরিষ্কার।

বিশ্বকাপ বিদায়ের পর রোনাল্ডো আরও বলেছিলেন, সবদিক ভেবে সিদ্ধান্ত নেব। পর্তুগালের হয়ে খারাপ খেলিনি। দলকে এখনও আমার দরকার। কিন্তু তারপরই জার্সি গায়ে ছবি। টিম হাডলের ছবি ও চিরকালের জন্য পর্তুগাল বার্তা। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? কেউ জানে না। রোনাল্ডোর মনের কথা কেউ কখনও বোঝেনি।

# বিশ্বকাপ ফাইনালে চমক বিবার

**নিউ ইয়র্ক, ৯ জুলাই :** চলতি বিশ্বকাপের ফাইনালের হাফ টাইমে ম্যাডোনা, শাকিরা ও বিটিএসের সঙ্গে পারফর্ম করবেন কানাডিয়ান রকস্টার জাস্টিন বিবার। ১১ মিনিটের এই অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছে ফিফা। ফাইনাল ১৯ জুলাই। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে।

প্রসঙ্গত, এবারের বিশ্বকাপের আয়োজক যেহেতু আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডা। তাই বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার তিনটি আলাদা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী ছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। ১১ জুন ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটায় মেক্সিকোর অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে হয়েছিল প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সেদিন কলম্বিয়ার পপ তারকা শাকিরার গান, নাচ এবং নাইজেরিয়ার পপ তারকা বার্না বয়ের গানে দারুণ জমে গিয়েছিল গোটা অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল টরন্টোর বিএমও ফিল্ড স্টেডিয়ামে। সেদিনের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন মাইকেল বাবেল। তা ছাড়া অ্যালেসিয়া কারা, অ্যালানিস মরিসেটে, জেসি রেয়েজ়, নোরা ফতেহি, সঞ্জয় ও উইলিয়াম প্রিন্সরা। তৃতীয় তথা শেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফি স্টেডিয়ামে। ১৩ জুন ভারতীয় সময় ভোর পাঁচটায়। সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন কেটি পেরি।

# রেফারি ভুল করেনি : কলিনা

**নিউ ইয়র্ক, ৯ জুলাই :** ফ্রাঁসোয়া লেতেসিয়ার। আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচের পর বিতর্কের তুঙ্গে এই রেফারি। বিশেষ করে মিশরের গোল বাতিল এবং আর্জেন্টিনার তৃতীয় গোলের আগে মিশরকে পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত করা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ফ্রাঁসোয়ার বিরুদ্ধে ফিফার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মিশর ফুটবল সংস্থা।

তবে এই ঘটনায় ফরাসি রেফারির পাশেই দাঁড়াচ্ছেন ফিফার রেফারিদের প্রধান কর্তা পিয়েরলুইজি কলিনা। মিশরের গোল বাতিল নিয়ে কলিনার ব্যাখ্যা, প্রতিটি গোলের পরে ভার প্রযুক্তি আক্রমণের পুরো গতিপথ পরীক্ষা করে। গোল হওয়ার আগে যদি এমন কোনও ফাউলকে শনাক্ত করা হয়, যা সরাসরি সেই গোলের উপরে প্রভাব ফেলেছে। তবে মাঠের রেফারিকে ফের ঘটনাটি পুনরায় দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কত দূরে ঘটেছে বা কতক্ষণ আগে হয়েছে, তার কোনও সময়সীমা নেই। আমার মতে রেফারি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

মিশরের পেনাল্টি না পাওয়া নিয়ে কলিনার বক্তব্য, প্রতিপক্ষের পায়ে পা পড়লে সেটি ফাউল হতে পারে। কিন্তু কোনও ডিফেন্ডার যদি প্রথমে বল স্পর্শ করে এবং তারপর স্বাভাবিক সংস্পর্শ হয়, তবে তাকে ফাউল বলা যায় না। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, আলভারেসের পা প্রথমে বলে লেগেছিল। তার পরে সালাহর বুটের সঙ্গে আলভারেসের বুটের যে সংঘর্ষ হয়, তা রেফারি এবং ভার স্বাভাবিক বলেই বিবেচনা করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# মাঠে ময়দানে

10 July, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

পরিষেবা ভাল নয়। ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে হোটেল বদল নরওয়ে শিবিরের।

# স্প্যানিশ আর্মাডা বনাম রেড ডেভিলস রোমাঞ্চ

বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে স্পেনের ইয়ামাল, নিকোরা। লস অ্যাঞ্জেলেসে বৃহস্পতিবার।

## ফাইনাল ভেবে নামব: ওলমো

**লস অ্যাঞ্জেলেস, ৯ জুলাই :** বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নামার আগে নিজেদের ভাবনা স্পষ্ট করে দিলেন স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার দানি ওলমো। বার্সেলোনার তারকা জানিয়ে দিয়েছেন, স্পেনের কাছে এখন প্রত্যেক ম্যাচই ফাইনাল। এই মানসিকতা নিয়েই তাঁরা শুক্রবার রাতে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন। বিজয়ী দল সেমিফাইনালে ফ্রান্স অথবা মরক্কোর মুখোমুখি হবে।

২০১০ সালে দেল বস্কির সোনালি টিম দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে তিকিতাকার বিপ্লবে প্রথমবার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ১৬ বছর পর এবারই প্রথম সেমিফাইনালে ওঠার স্বপ্নে বিভোর লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে আহামরি শুরু করেনি লা রোজা। এরপর প্রতিটি ম্যাচেই ক্রমশ উন্নতি করেছে স্প্যানিশ আর্মাডা। সমর্থকরাও আশায় বুক বাঁধছেন।

টুর্নামেন্টে এখনও কোনও গোল হজম করেনি ইউরো চ্যাম্পিয়নরা। কাতার থেকে বিশ্বকাপে টানা ছয় ম্যাচে গোল না খেয়ে রেকর্ড গড়েছে স্পেন। মার্ক কুকুরেয়া, লাপোর্তেদের জমাট রক্ষণের পিছনে গোলকিপার উনাই সিমোন ৬০৯ মিনিট অপরাজিত রয়েছেন। রোমেলু লুকাকু, কেভিন ডি'ব্রুইনদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ।

স্পেনের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে ভরসার নাম লামিনে ইয়ামাল। জীবনের প্রথম বিশ্বকাপে নিজেকে মেলে ধরছেন আঠারোর বিস্ময় প্রতিভা। ওলমো বলেছেন, লামিনে প্রত্যেক দিন উন্নতি করছে। শুরুতে সমস্যা হলেও এখন ও ক্রমশ ভাল থেকে আরও ভাল হওয়ার পথে। অনেক আত্মবিশ্বাসী। নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে রয়েছে। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া খুব ভাল। ফলে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়তে হয় না। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে দলের মানসিক প্রস্তুতি প্রসঙ্গে ওলমো বলেন, আমাদের কাছে এখন প্রতিটি ম্যাচই ফাইনাল। কোচ আমাদের সব সময় এই কথাই বলেন। আমরা এখন শুধু বেলজিয়াম ম্যাচ নিয়েই ভাবছি। ম্যাচটা আমাদের কাছে ফাইনালের মতো।

**বিশ্বকাপে আজ**

**দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল**
**স্পেন বনাম বেলজিয়াম**
**(রাত ১২.৩০, লস অ্যাঞ্জেলেস)**

**সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টস**

## চমক দিতে প্রস্তুত আজ বেলজিয়ামও

**লস অ্যাঞ্জেলেস, ৯ জুলাই :** ১৯৮৬ বিশ্বকাপের স্মৃতি কি ফিরবে ২০২৬ বিশ্বকাপে?

সেবার বিশ্বকাপের আসর বসেছিল মেক্সিকোয়। কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল স্পেন ও বেলজিয়াম। নির্ধারিত এবং অতিরিক্ত সময়ের খেলা ১-১ থাকার পর, টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে স্পেনকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিল বেলজিয়াম। ৪০ বছর পর আরও একটি বিশ্বকাপের শেষ আটে মুখোমুখি দুই দেশ। এবার শেষ হাসি হাসবে কে!

বিপক্ষ শিবিরে একঝাঁক তারকা। তবুও স্পেনকে হারিয়ে চমক দিতে তৈরি বেলজিয়াম। বেলজিয়ান ফুটবলের 'সোনালি প্রজন্ম'-র অন্যতম সদস্য থিবো কুর্তোয়া বলছেন, স্পেন দারুণ শক্তিশালী দল। তবে আমাদেরও এমন ফুটবলার রয়েছে, যারা যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে। কুর্তোয়া বলছেন, সব টুর্নামেন্টেই কিছু না কিছু চমক থাকে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইউরোপা লিগ বা বিশ্বকাপ সব প্রতিযোগিতাতেই অপ্রত্যাশিত কিছু ফল দেখা যায়। আমরাও চমক দেখাতে তৈরি। ইউরো চ্যাম্পিয়নদের

স্পেন ম্যাচের প্রস্তুতি বেলজিয়াম ফুটবলারদের।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিলে বড় ধরনের অঘটন হবে। বেলজিয়াম গোলকিপার আরও বলেন, স্পেন খাতায়-কলমে এগিয়ে থেকে নামবে। বল নিজেদের দখলে রাখার ক্ষেত্রে তারা অসাধারণ। পাশাপাশি বল হারানোর পরে খুব দ্রুত প্রেসিং করে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে। আমাদের কাজ হবে ওদের রক্ষণে তৈরি হওয়া ফাঁকা জায়গাগুলো দ্রুত কাজে লাগানো।

এদিকে, ডু অর ডাই ম্যাচের আগে অনুশীলনের মাঠ নিয়ে ফিফার কাছে অভিযোগ করেছিল বেলজিয়াম। লস অ্যাঞ্জেলেসে লায়োলা মেরিমাউন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলন করছে বেলজিয়াম। তাদের অভিযোগ, মাঠ অনুশীলনের যোগ্য নয়। ফিফা সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছে। ফলে কুর্তোয়ারা মেজর লিগ সকারের ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির মাঠে অনুশীলন করেই স্পেনের বিরুদ্ধে খেলবে।

## হালান্ডের র‍্যাপও গোলের মতো হিট

**নর্থ ক্যারোলিনা, ৯ জুলাই :** ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে সামান্য ক'টা দিন। আর্লিলিং হালান্ড এরমধ্যে একটা বড়সড় কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন। দশ বছর আগে সতীর্থদের সঙ্গে র‍্যা প বানিয়েছিলেন 'কিগো জো' নাম দিয়ে। তার রিমিক্স প্রকাশ করে ফেললেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা ভাইরাল হয়েছে নিমেষে।

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে খেলে নরওয়ে তারকার পরিচিতি এখন গোলমেশিন হিসাবে। কিন্তু তার আগে বয়স যখন কম ছিল তখন র‍্যা পার হিসাবে সামান্য পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিলেন। নরওয়ের অনূর্ধ্ব-১৭ দলের দুই সতীর্থ এরিক বোথেইম ও এরিক টৌবিয়াস স্যান্ডবার্গকে নিয়ে একটা অ্যালবাম বানিয়েছিলেন 'ফ্লো কিংজ' নামে। কিন্তু পেশাদার ফুটবলের চাপ অতঃপর তাঁকে সঙ্গীতের থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল।

২০১৬-র ঘটনা। এখন যেমন দুনিয়া কাঁপানো নাম, তখন সেসব ছিল না হালান্ডের। খেলতেন নরওয়ের ব্রিয়েন নামের একটি ক্লাবে। তখনই তিন টিনএজার ফুটবলার মিলে বানিয়ে ফেলেছিলেন 'কিগো জো'। এই কিগো হলেন নরওয়ের নামী ডিজে ও মিউজিক প্রোডিউসার। ২৮ বছর পর নরওয়ে যখন আবার বিশ্বকাপে খেলছে আর হালান্ড ৭ গোল করে ফেলেছেন, তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় দশ বছরের পুরোনো র‍্যাপ ফেরত আসায় শুধু ভাইরাল হয়নি, ইউ টিউবে ৮.৯ মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে।

২০২২-এ সিটিতে সই করে হালান্ড প্রথম সাক্ষাৎকারে নিজের র‍্যা প গ্রুপ নিয়ে বলেছিলেন, এটা আমাদের তিনজনের গ্রুপ। একজন হল এরিক বোথেইম, অন্যজন এরিক টৌবিয়াস। আমরা ভাল বন্ধু। তখন জীবন কিছুটা একঘেয়ে হয়ে পড়ায় র‍্যাপ সং বানিয়ে ফেলি। এই কিগো শুধু একজন নিছক ডিজে নন, কাজ করেছেন এড শিরান, সেলিনা গোমেজের মতো শিল্পীদের সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন নরওয়ে ব্রাজিলকে হারাতে পারলে হালান্ডদের র‍্যা পের রিমিক্স হবে। সেটাই হয়েছে।

হালান্ড এই গান তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে লিখেছেন, মেড ইট মোমেন্ট। থ্যাঙ্কস কিগো মিউজিক। এখন কি মনে হচ্ছে আমি একজন শিল্পীও?

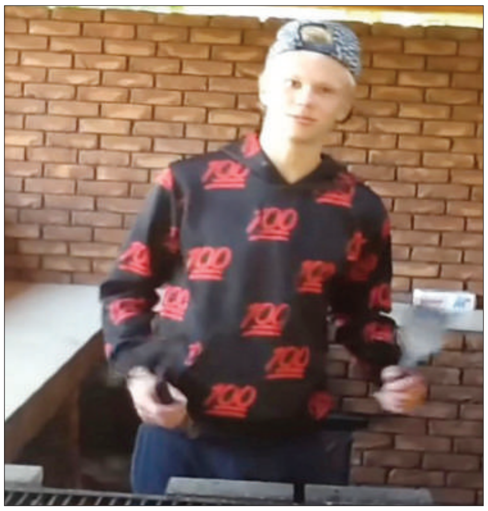

২০১৬। অনূর্ধ্ব-১৭ খেলা হালান্ড। র‍্যাপের শুরু তখনই।

# মাঠে ময়দানে

10 July, 2026 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## ছবিতে বিশ্বকাপ